রাঁচি, বৃহস্পতিবার
14:09:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>328 >>27 Vadra 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৮ >> << ২৭শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

ইডির দপ্তরে অভিষেক, দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক

নয়া দিল্লি ঃ আসন সমঝোতা নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে বসছেন 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা। কিন্তু সেখানে থাকতে পারছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার বেলা ১১টা ৩৪ মিনিটে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দপ্তরে হাজিরা দিতে ঢুকেছেন তৃণমূল নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা অবশ্য এখন তার নেই। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, অভিষেকের মৌখিক রক্ষাকবচ আছে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, ইডি এবিষয়ে আদালতে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই আলাদা করে অভিষেকের আর রক্ষাকবচের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বুধবার অভিষেককে ইডির দপ্তরে ডেকে পাঠানো নিয়ে অন্য রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বস্তুত, এই দিনই দিল্লিতে আসন সমঝোতা নিয়ে বৈঠকে বসছেন 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা। এ সংক্রান্ত যে কমিটি তৈরি হয়েছে তাতে তৃণমূলের প্রতিনিধি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ইডি তাকে ডেকে পাঠানোয় বৈঠকে তিনি যোগ দিতে পারছেন না। মঙ্গলবার এনিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূলের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং পার্থ ভৌমিক। পার্থ বলেছেন, ''উনি তদন্তের মুখোমুখি হতে ভয় পান না। বুধবার তা প্রমাণ হয়ে যাবে।''

এবিষয়ে অভিষেক সমাজ মাধ্যমে লিখেছিলেন, ''বুধবার 'ইন্ডিয়া' সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক দিল্লিতে। যে কমিটির আমিও একজন সদস্য। কিন্তু ইডি ওই দিনই আমাকে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস দিয়েছে। এইমাত্র সেই নোটিস পেলাম। ৫৬ ইঞ্চির ছাতির কাপুরুষতা ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না।''

এদিন ইডি দপ্তরে ঢোকার আগে গাড়ি থেকেই সাংবাদিকদের প্রতি নমস্কার বিনিময় করেন অভিষেক। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি।এর আগেও ইডি এবংসিবিআইয়ের তলবে দিল্লি ও কলকাতায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন অভিষেক। প্রশ্ন উঠছে, এদিন কি জেনেবুঝেই তাকে তলব করা হলো? বিজেপি নেতা সৌরভ সিকদার জানিয়েছেন, ''ইডির তলবের সঙ্গে নির্বাচনকে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। প্রশাসন তার নিজের কাজ করছে। এমন নয়, অভিষেককে এই প্রথম তলব করা হলো। তদন্তের প্রয়োজনে তাকে যে কোনো সময়ই তলব করা হতে পারে।'' আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল তার অন্যতম অংশ। সেই জোটের আসন সমঝোতা নিয়ে বুধবার দিল্লিতে প্রথম বৈঠক। পশ্চিমবঙ্গে আসন সমঝোতা কীভাবে হবে, তা নিয়ে বহু আলোচনা এবং বিতর্ক হচ্ছে। 'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেস এবং সিপিএম আছে। পশ্চিমবঙ্গে তারা আবার শাসকদল তৃণমূলের বিরোধীপক্ষ। ফলে পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে জোট সমঝোতা হবে, তার দিকে সকলেরই দৃষ্টি আছে। এদিনের বৈঠকে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অভিষেক বৈঠকে যোগ দিতে না পারায় এবিষয়ে এদিন আলোচনার সুযোগ নেই।

৯/১১ হামলার বার্ষিকীতে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, আফগানিস্তানে আলকায়েদা মৃতপ্রায়

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বসাম্প্রতিক গোয়েন্দা মূল্যায়ন অনুসারে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পেন্টাগন এবং পেনসিলভানিয়ায় আলকায়েদা হামলার দুই দশকের বেশি সময় পরে আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঐ গোষ্ঠীটিকে কার্যত অক্ষম করে তুলেছে।

মার্চ মাসে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কাউন্টার টেরোরিজম কোঅর্ডিনেটর বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের মতো আরেকটি আক্রমণ প্রায় অকল্পনীয় হবে।

সদস্য রাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘের জুনের একটি প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে যে, আফগানিস্তান আবার আলকায়েদার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে। এটি মাত্র কয়েক ডজন থেকে প্রায় ৪০০ জন যোদ্ধা ছাড়াও ৬০ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত নিজেদের বিস্তৃত করেছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে আরও সতর্ক করা হয়েছে, আলকায়েদা অন্তত পাঁচটি প্রদেশে প্রশিক্ষণ শিবির এবং আরও চারটিতে সেফ হাউস স্থাপন করেছে। এমনকি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আলকায়েদা যদি বর্তমানে সেই ধরনের দর্শনীয় আক্রমণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে, কিছু বিশ্লেষক আফগানিস্তানে আলকায়েদার মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর বিষয়ে সন্দিহান।

যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ডেভিড পেট্রাউস দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর কমান্ডার এবং তারপর সিআইএর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একইভাবে ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, আলকায়েদাকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আগ্রহ কমে যাওয়ায় আইএইএ প্রধানের উদ্বেগ

তেহরান ঃ জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান সোমবার বলেছেন, তিনি উদ্বিগ্ন যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইরানের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক কর্মসূচির জবাবদিহিতে আগ্রহ হারাচ্ছে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের পর এই মন্তব্য করা হয়। গত মাসে বন্দী বিনিময়ের ঘোষণা দেয় এই দুটি দেশ। গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এএফপির কাছে প্রকাশিত গোপন প্রতিবেদনে বলেছে, বেশ কয়েকটি অমীমাংসিত পারমাণবিক ইস্যুতে ইরানের কোনো অগ্রগতি নেই। এর মধ্যে রয়েছে তেহরানের তার পারমাণবিক স্থাপনা থেকে সরিয়ে নেওয়া আইএইএ মনিটরিং ক্যামেরা পুনরায় ইনস্টল করা এবং ইরানে পাওয়া ইউরেনিয়াম কণার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা। আইএইএ'র মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি সোমবার বলেছেন, তিনি আইএইএ সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে আগ্রহের ঘাটতি লক্ষ্য করেছেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, আইএইএ'র সঙ্গে সহযোগিতার অভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও তথাকথিত ইথ্রি গ্রুপ ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের এ সপ্তাহে ইরানকে নিন্দা জানানোর কোনো পরিকল্পনা নেই।

বাজার দর
SENSEX : 67466.99 +245.86
NIFTY : 20070.00 +76.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .53 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .34 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

সুদানের পশ্চিম দারফুরে জাতিগোষ্ঠীগত হামলায় শতাধিক লোক নিহতঃ জাতিসংঘ

সুদান (এজেন্সী) ঃ মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান বলেন, সুদানের আধাসামরিক র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) এবং সহযোগী মিলিশিয়াদের দ্বারা সংগঠিত জাতিগোষ্ঠীগতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলায় পশ্চিম দারফুর অঞ্চলে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক জেনেভা মানবাধিকার কাউন্সিলকে বলেন, পশ্চিম দারফুরে, আরএসএফ এবং মিত্র আরব মিলিশিয়াদের দ্বারা সংঘটিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জাতিগোষ্ঠীগত আক্রমণের ফলে প্রাথমিকভাবে মাসালিত সম্প্রদায়ের শত শত অআরব বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ২০০৩ এবং ২০০৮-এর মধ্যে দারফুরে সংঘাতে ৩ লাখের মতো মানুষ হত্যা এবং ২০ লাখের বেশি মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনাগুলো একটি ভয়ানক অতীতের প্রতিধ্বনি যার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়। আরএসএফ দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষক, অধিকার গোষ্ঠী এবং সাক্ষীদের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে যে, তারা বেসামরিক মানুষদের ওপর হামলার পেছনে রয়েছে। তবে তারা বলেছে, তাদের সেনাদের কেউ এতে জড়িত থাকলে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা গত সপ্তাহে বলেছে, তাদের ধারণা বছরের শেষ নাগাদ সুদান থেকে ১৮ লাখের বেশি মানুষ প্রতিবেশী পাঁচটি দেশে পালিয়ে যাবে। গণভ্যুত্থানের প্রেসিডেন্ট ওমর আলবশির ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার চার বছর পর সুদানে যুদ্ধ শুরু হয়। সেনাবাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যকার উত্তেজনা বেসামরিক শাসনে রূপান্তরের অংশ হিসেবে তাদের বাহিনীকে একীভূত করার পরিকল্পনা নিয়ে লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। তারা যৌথভাবে ২০২১ সালে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। যদিও বেশ কয়েকটি দেশ মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা শুরু করেছে, কেউই লড়াই থামাতে সফল হয়নি।

মরক্কোর ভূমিকম্প পরবর্তী অনুসন্ধানে সহায়তা বাড়াচ্ছে স্পেন

স্পেন ঃ মরক্কোর মারাকেশের দক্ষিণাঞ্চলে শুক্রবার আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে বেঁচে যাওয়াদের খুঁজে বের করতে আরও উদ্ধারকারী দল পাঠাচ্ছে স্পেন। সোমবার রাতে স্পেন জানিয়েছে, তারা ৩১ জন বিশেষজ্ঞ, ১৫ টি অনুসন্ধান কুকুর এবং ১১ টি যানবাহনের সমন্বয়ে আরও একটি দল যুক্ত করছে।

মরক্কো সরকার সোমবার জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২ হাজার ৮৬২ জনে দাঁড়িয়েছে । আহত হয়েছেন আরও আড়াই হাজার মানুষ।

মরক্কোতে বসবাসরত শিল্পী কোমেনান এন'গেসান লিওন বলেন, ভূমিকম্পের পর থেকে আরও একটি ভূমিকম্পের আশঙ্কায় অনেকে বাইরে ঘুমাচ্ছেন।

মরক্কোতে বসবাসরত আইনজীবী ও উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক এলিজাবেথ মায়ার্স বলেন, ভূমিকম্পের ফলে গ্রামগুলো ধ্বসে পড়েছে। তাছাড়া ভূমিধসের কারণে অনেক এলাকায় যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

ঋতুগত আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে আশ্রয় না পেয়ে লোকেরা যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হবে তাও তুলে ধরে মায়ার্স জানান, গরম গ্রীষ্মের পর এখন রাতে বেশ ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। আসল বিপদ তখন শুরু হবে। দুইমাসের মধ্যে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করলে এই গৃহহীন লোকগুলোর মাথা গোঁজার কোন জায়গা থাকবে না।

উপার্জন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এটি ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরে টিকে থাকতে পারবে

সাগরের অতলে পাড়ি দিতে প্রস্তুত ভারতের প্রথম সমুদ্রযান 'মৎস্য ৬০০০', ঘুরে দেখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়া দিল্লি ঃ শুধু গগনযানে মহাকাশে মানুষ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিই নয়, এবার সমুদ্রজয় করতেও যাচ্ছে ভারত। অতল সাগরের গভীরে নামবে ভারতের সমুদ্রযান 'মৎস্য৬০০০'। এই সমুদ্রযানের প্রস্তুতি দেখতে তার অন্দরে পা রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। ভারতের চেন্নাইতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেন টেকনোলজিতে গিয়ে নিজে এই সমুদ্রযানের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন রিজিজু। 'মৎস্য ৬০০০'-এর ভেতরেও ঢোকেন তিনি। কীভাবে এই সমুদ্রযান কাজ করবে, তা বোঝার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে। সমুদ্রযানের একাধিক ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। সমুদ্রের ৬০০০ মিটার গভীরে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যেই তৈরি করা হচ্ছে 'মৎস্য ৬০০০'। কিছুটা সাবমেরিনের মতো হলেও কাজকর্মে এই সমুদ্রযানটি অনেকটাই ভিন্ন। এটি সাবমার্সিবল সাবমেরিন। গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান ও গবেষণার নিরিখেই এই অভিযান। যুক্তরাষ্ট্র, চীন সহ ৬টি দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে অভিযান। সমুদ্রের গভীরে নেমে গবেষণা করবেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম অভিযানে এটিকে ৫০০ মিটার নীচে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের। ২০২৬ সালে ভারতের 'সমুদ্রায়ন মিশন'-এর ঘোষণা করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। যেই সমুদ্রযানে চেপে প্রথমবার এ দেশের মানুষ নামবে অতল মহাসাগরের গভীরে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সেই সাবমেরিনের ট্রায়াল রানএর প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। মহাসাগরের ৬ হাজার মিটার নীচে পাড়ি দেবে ভারতের সাবমেরিন। প্রথম পর্যায়ে তিনজন বিজ্ঞানী যাবেন। ২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে ট্রায়াল রান। সাগরের জলরাশির বিপুল চাপ যাতে সইতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে সাবমেরিনে। অত্যন্ত উন্নতি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রায়ন প্রকল্পের খরচ ৬ হাজার কোটি টাকা। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসান টেকনোলজির গবেষকইঞ্জিনিয়াররা সমুদ্রযান তৈরি করছেন।

তিনজন যেতে পারবেন এই সমুদ্রযানে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এটি ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরে টিকে থাকতে পারবে। পরে এই সময়সীমা ৯৬ ঘণ্টা অবধি বাড়বে।

এক হাজার থেকে সাড়ে ৫ হাজার মিটার গভীরতায় গিয়েও এই সমুদ্রযান কাজ করতে পারবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যে কোনও রকম ডিভাইস, সেন্সর নিয়ে এই জলযান গভীর সমুদ্রে চলে যেতে পারবে।

'মৎস্য ৬০০০' সমুদ্রযানের খোলস এতটাই শক্তপোক্ত যে সাগরের বিপুল জলরাশির চাপ সহ্য করতে পারবে। ভেতরে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থাও থাকবে। আগামী ৫ বছরের সমুদ্র গবেষণার জন্য ইতিমধ্যেই ৪,০৭৭ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে সরকার। সমুদ্রের অতলে নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট সহ একাধিক খনিজ পদার্থের খোঁজ চালাতেই এই সমুদ্র অভিযান বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাছাড়া সমুদ্রের অতলে অনেক অজানা প্রজাতির প্রাণীর খোঁজও চলবে এই অভিযানে। সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাবেন বিজ্ঞানীরা। মৎস্য৬০০০ সাবমেরিনটিকে নরওয়ের সার্টিফিকেশন এজেন্সি ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে। ১০ হাজার মিটার সমুদ্র তলদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দিয়েছে নরওয়ের এই সংস্থা।

বিয়ের যৌতুক হিসেবে চল্লিশ হাজার টাকা পণ চাইতে এসে নতুন জামাইকেই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলো শ্বশুরবাড়ির লোকেরা

মালদা ঃ বিয়ের যৌতুক হিসেবে চল্লিশ হাজার টাকা পণ চাইতে এসে নতুন জামাইকেই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলো শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পণের দাবিতে শব্দ বিবাহিত জামাই তার স্ত্রীকে নির্যাতন চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ । সেই ঘটনার কথা আগেই জেনেছে গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা। এরপর সোমবার রাতে সেই জামাই শ্বশুরবাড়িতে আসে পলের টাকার দাবি করতে। তখনই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জামাইকে শিকল বন্দি করেই জব্দ করে বলে অভিযোগ। ইংরেজবাজার থানার নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধিয়া বিশ্বাসপাড়া এলাকায় এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা নির্যাতিতা গৃহবধূর পরিবারের পক্ষেই সমর্থন জানিয়েছে।

সোমবার রাতেই পুরো বিষয়টি নিয়ে ওই গৃহবধূ জুবাইদা বিবি তার স্বামী আকরাম আলী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এদিকে জামাইকে শিকল বন্দি করে রাখার বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। নতুন জামাইকে আপাতত আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধিয়া বিশ্বাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা জুবাইদা বিবির সঙ্গে গত ২৫ দিন আগে বিয়ে হয় রতুয়া থানার সুলতানগঞ্জের বাসিন্দা আক্রম আলীর। বিয়ের সময় আকরাম আলীর পরিবারের দাবি মত ৫০ হাজার টাকা কম দেয় জুবাইদা বিবির পরিবার। এরপর আরও ৪০ হাজার টাকার দাবি করে ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। বিয়ের পর থেকে টাকা না মেলায় শুরু হয় জুবাইদা বিবির ওপর অত্যাচার। এরপরেই সোমবার রাতে নতুন জামাই আকরাম আলী বুধিয়া এলাকায় তার শ্বশুরবাড়িতে আসে বাকি পনের চল্লিশ হাজার টাকা নেওয়ার জন্য। তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে জুবাইদা বিবির পরিবারের লোকেরা ওই জামাইকে শিকলবন্দি করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখেন।

জুবাইদা বিবির বাবা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, কোনরকমে ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান। ২৫ দিন আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের সময় ওরা ৯০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিয়ের এক সপ্তাহ পর ওরা মেয়ের ওপর নির্যাতন শুরু করে। কিছুদিন আগে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে পালিয়ে আসে। তারপরেও জামাই বাকি ৪০ হাজার টাকার জন্য আমাদের ফোন করে হুমকি দিচ্ছিল। এরপর সোমবার রাতে জামাই বাড়িতে এসে অত্যাচার শুরু করে ৪০ হাজার টাকার জন্য। তখন আমরা বাধ্য হয়ে জামাইকে ঘরে শিকলে বেঁধে রাখি। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

নির্যাতিতা গৃহবধূর জুবাইদা বিবি জানিয়েছেন, গৃহবধূ নির্যাতন এবং পণের দাবির বিষয় নিয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । পুলিশ তার স্বামীকে আটক করেছে।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । আপাতত যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

ফ্যানের সুইচ দিতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক গৃহবধূর

মালদা ঃ বাড়িতে ফ্যানের সুইচ দিতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক গৃহবধূর । মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার বামন গোলা থানার মহেশ রাজকুন্ডলী এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম রোসনা বিবি বয়স(৪৫)বছর। পরিবারের রয়েছে স্বামী শৈকত শেখ। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো গতকাল ওই গৃহবধূ ফ্যান চালাতে গিয়েছিল। সে সময় ইলেকট্রিক শখ খায় ওই গৃহবধূ বলে পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় মুদিপুকুর গ্রামীন হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত গৃহবধুর পরিবার সহ গোটা এলাকায়।

স্বয়ংভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল জয়েন্ট বিডিও বিরুদ্ধে

মালদা ঃ বকেয়া টাকার আবেদন করার পরেও স্বয়ংভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল জয়েন্ট বিডিও বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক ২ ব্লকে। সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের অস্বস্তিতে জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। এবিষয়ে অভিযোগ পেয়ে মালদার সদর মহকুমাশাসককে ঘটনার তদন্তে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

বলাবাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। যে শিবিরে বুক কিপিং , প্রানীমিত্রা সহ একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিলে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। কালিয়াচক ২ ব্লকের কয়েকশ মহিলা এই শিবিরে যোগ দেন। ২০১৭ সাল থেকে চালু হওয়া এই শিবির আজও চলছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ বাবদ যে অর্থ স্বয়ংভর গোষ্ঠীদের প্রদান করার কথা তা ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। ফলে কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের। সেই বকেয়া টাকার জন্য মহিলারা আবেদন করেন কালিয়াচক ২ ব্লক দপ্তরে।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক সদস্যা মিনা মন্ডলের অভিযোগ , কালিয়াচক ২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দেবব্রত মন্ডল বকেয়া টাকার ৫০ শতাংশ দাবী করেন। না দিলে বকেয়া টাকা দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়।তবে এই অভিযোগে বেশ অস্বস্তিতে সরকারি আমলারা।

জয়েন্ট বিডিও দেবব্রত মন্ডল অবশ্য জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে।আমি কোন টাকা নেয় নি। বরং ওরাই ২৬ লক্ষ টাকার ভুয়ো বিল জমা দিয়েছে।এমনকি সেই টাকার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের অনুমোদনের জন্য চাপ দিচ্ছে।

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদার সদর মহকুমাশাসককে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া। তিনি জানিয়েছেন , ঘটনার তদন্ত করবেন মহকুমা শাসক।তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি দুলাল সরকার বলেন, সরকার কাউকে দুর্নীতি করার অনুমতি দেয়নি। কেউ যদি অন্যায় করে থাকেন তিনি যদি সরকারি আধিকারিক ও হন তার বিরুদ্ধে প্রশাসন তদন্ত করবে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

হাওড়াগামী ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস দেরিতে অবরোধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দুমকা থেকে হাওড়াগামী ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস প্রতিদিন দেরিতে চলছে সেইরকম মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে প্রায় এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট দেরিতে দুবরাজপুর স্টেশনে ঢোকে । প্রতিবাদে নিত্যযাত্রীরা রেললাইনে বসে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ট্রেনকে আটকে অবরোধ শুরু করে । ফলে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা । রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে । দফায় দফায় আলোচনার পর প্রায় ছাপান্ন মিনিট পর উঠে অবরোধ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভীমগড়,পাঁচড়া,চিনপাই,কচুজোড় স্টেশন থেকে সরাসরি হাওড়া পৌঁছানোর একমাত্র ভরসা ‾ এই ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ।

ট্রাফিক সার্জেন্টকে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানালো ট্রাফিক হোমগার্ড কর্মীরা

চুঁচুড়া ঃ শিক্ষক দিবসে চুঁচুড়া স্টেশন রোড অর্থাৎ চুঁচুড়া তারকেশ্বর রুটে মেইন রাস্তার উপর ট্রাফিক সার্জেন্টকে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানালো ট্রাফিক হোমগার্ড কর্মীরা অর্থাৎ টি এইচ জি। রোদে পুড়ে জলে ভিজে ট্রাফিকের কাজ করলেও শিক্ষক দিবসের শিক্ষাগুরু কে ভুলিনি এরা তাই সহকর্মী শিক্ষাগুলোকে শিক্ষক দিবসের ভালোবাসা আমাদের পক্ষ থেকে এদের প্রতি রইল সংবাদ মাধ্যমেরও ভালোবাসা।

শিক্ষক দিবসের দিন স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

জয়নগর ঃ শিক্ষক দিবসের দিন স্কুলের চুরি এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার পশ্চিম গাববেরিয়া উচ্চ মাধ্যমিক হাই স্কুল । বিগত কয়েক বছর আগে স্কুলের চুরি হয়েছিল। কিভাবে এভাবে শিক্ষাঙ্গনে চুরি তা ভেবেই উঠতে পারছে না স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকা থেকে ছাত্রছাত্রীরা। যদিও স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় অনেকটাই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদের। আজ যেহেতু শিক্ষক দিবস তাই প্রতিটা স্কুলে শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে। সেইমতো আজ স্কুলে সকাল থেকে স্কুল সাজানোর জন্য ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে এসে পৌঁছায়। তারপর স্কুলের ভিতর ঢুকেই চক্ষু চরক গাছ হয়ে যায় ছাত্রছাত্রীদের। স্কুলের ভিতরে প্রবেশ করে তাদের চোখে ভেসে ওঠে কুলের অফিস রুম থেকে লাইবেরী সদ্য তৈরি হয় স্কুলের ল্যাব প্রধান শিক্ষকের অফিস রোড স্টাব রুম সমস্ত কিছু তছনছ করে দুষ্কৃতীরা। এরপর ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের খবর দেয়। খবর পেয়ে সাথে সাথে প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে অন্যান্য শিক্ষকরা স্কুলে এসে পৌঁছায়। খবর দেয়া হয় জয়নগর থানার পুলিশকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। পুরো ঘটনাটি তদন্ত হচ্ছে জয়নগর থানার পুলিশ কে বা কারা চুরি করেছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত আছে। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার মন্ডল তিনি বলেন , এই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। আমি প্রধান শিক্ষক হিসাবে এই স্কুলে আসার পরে একবার এইরকম দুঃসাহসিক চুরি হয়েছিল প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ঘটনায় কারকে গ্রেপ্তার করেনি প্রশাসন। আবার শিক্ষক দিবসের দিন দুঃসাহসিক চুরি। কোনভাবেই মেনে নেয়া যায়না তাই প্রশাসনকে বলবো এই বিষয়টি তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পর ইতিমধ্য চলন্ত শুরু করা হয়েছে খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।

আবারো ভাঙড়ে জারি ১৪৪ ধারা

ভাঙড় (সুদেষ্ণা মন্ডল) ঃ "আবারও ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের কাশিপুর ও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানায় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করল প্রশাসন। তবে গোটা ব্লক নয় প্রতিটি পঞ্চায়েতের কেবল ২০০ মিটারের মধ্যেই এই ১৪৪ ধারা জারি থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে । মঙ্গলবার ভাঙড় ২ ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতে উপ সমিতি গঠন রয়েছে। এজন্য প্রতিটি পঞ্চায়েতের ২০০ মিটারের মধ্যে কোন জমায়েত, মিটিং, মিছিল করা যাবে না। আশঙ্কা করা হচ্ছে উপ সমিতি গঠন নিয়ে আবারো অশান্ত হয়ে উঠতে পারে ভাঙড়। সেই কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত একদিনের জন্য ১৪৪ জারি করা হয়েছে। এজন্য এলাকায় মাইকিং করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্লকের ১০ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯ টি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল।বারুইপুরের মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার বলেন, ‘‘ সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত।’’ একমাত্র পোলেরহাট ২ পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছে জমি কমিটি। ইতিপূর্বে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করার সময় আইএসএফের বিজয়ী সদস্যরা অনুপস্থিত ছিল। উপ সমিতি গঠনের সময় আইএসএফের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতে উপস্থিত থাকার কথা জানানো হয়েছে। ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি আসনে আইএসএফ জয়ী হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার পর সেই ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। তা নিয়ে বিস্তর বিতর্কও হয়। ১৪৪ ধারা জারি আছে, এই কারণ দেখিয়ে দু’বার (গত ১২ জুলাই এবং ১৭ জুলাই) বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিতে ভাঙড়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। তার বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ। পরে ৩১ জুলাই রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতে জানিয়ে দেয়, ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর পর গত অগস্ট মাসেও ভাঙড় ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের সময় ব্লক দফতর সংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছিল প্রশাসন। সে বার ১৪৪ ধারা অমান্য করেই ব্লক দফতর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কাঁঠালিয়া চৌমাথায় পথসভা করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

ভোট দিলেন তৃণমূল এবং বিজেপি প্রার্থী

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে সস্ত্রীক ভোট দিয়ে বেড়িয়ে এলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডঃ নির্মল চন্দ্র রায়।এবং ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়।লাইনে দাড়িয়ে ভোটাররা, এবং সাতসকালে সস্ত্রীক ভোট দিয়ে বেড়িয়ে এলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডঃ নির্মল চন্দ্র রায়। প্রার্থীর প্রচার শেষ হয় রবিবার বিকেল পাঁচটায়।কর্ম সূত্রে তিনি ধূপগুড়িতে থাকলেও মঙ্গলবার সকাল সকাল নিজের আদি বাড়িতে পৌঁছে প্রথমে মা কে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন। ঠাকুর ঘরে মাথা ঠেকিয়ে নিজের বুথে পৌঁছে যান নির্মল বাবু। ঝাড়আলতা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনটারী এডিশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫৬৯ নং বুথে পৌঁছে ভোটদান করেন তিনি।তবে খোস মেজাজে ভোট দিয়ে একশো শতাংশ জয় নিশ্চিত বলে জানালেন নির্মল বাবু।

স্টেশনের রাস্তা চওড়া করার দাবিতে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্থানীয় বাসিন্দারা ওল্ড মালদা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকপত্র জমা দিলেন

মালদা ঃ পুরাতন মালদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ওল্ড মালদা স্টেশন চত্বর। অথচ ওই স্টেশনের রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ায়, চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি রেল কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা ওল্ড মালদা স্টেশনের রাস্তা সরু হওয়ার ফলে মাঝেমধ্যেই যানজট বাড়ছে। এবং একই সঙ্গে দুটো গাড়ি যাতায়াত করতো সমস্যায় পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টেশনের রাস্তা চওড়া করার দাবিতে পুরাতন মালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্থানীয় বাসিন্দারা ওল্ড মালদা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র জমা দিলেন। মঙ্গলবার ওল্ড মালদা স্টেশনে এই স্মারকপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তী রায় , পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ সুকুল সহ স্থানীয় বাসিন্দারা । ওল্ড মালদা স্টেশনে সিনিয়র সেকশন ম্যানেজারের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তী রায় জানিয়েছেন , ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রেলের স্টেশন যাওয়ার রেলের এই রাস্তাটি সংকীর্ণ হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পথচারী এবং বিভিন্ন ধরনের যানবাহনকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দ্রুত রেলের এই জায়গার রাস্তা চওড়া করার দাবি আমরা ওল্ড মালদা স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে ডিআরএমকে জানিয়েছি। আমাদের আশা রেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

মাটিগাড়ায় কিশোরী খুনে অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ায় কিশোরী খুনে অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ফের আদালতে তোলা হয়। সে আদালতে দোষ কবুল করেছে। অভিযুক্ত তার বাবামার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।অন্যদিকে, অভিযুক্ত যুবকের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন নিহত কিশোরীর মা।মঙ্গলবার অভিযুক্তের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষ হয়। আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীকে একমাস ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এলাকারই এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার পর এবার কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল খড়িবাড়িতে। ঘটনাটি খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। সেখানে পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীকে একমাস ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এলাকারই এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সীতারাম সিংহ (৬৮)। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা হয়েছে।কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, প্রায় এক মাস ধরে ওই বৃদ্ধ তাঁর মেয়েকে যৌননির্যাতন করেছে। দুষ্কর্মের পর প্রতিবার নির্যাতিতাকে ১০ টাকা করে দিত অভিযুক্ত। এমনকি বিষয়টি কাউকে জানালে মেয়েকে গলা টিপে প্রাণে মারার হুমকিও দেয় ওইবৃদ্ধ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খড়িবাড়ি থানার পুলিশ সোমবার বিকেলে কিশোরীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। ধৃত কে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কীটনাশক খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক যুবকের

মালদা ঃ বাড়িতে থাকা কীটনাশক কে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই যুবকের নাম তালু মুর্মু বয়স (৩০) বছর। বাড়ি বামন গোলা থানার গোপাল পুর এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে গত রবিবারের দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ছটা নাগাদ বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে নেয় ওই যুবক। পরিবারের লোকেরা জমিতে কাজকর্ম করে এসে বাড়ির মেঝেতে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পায়। সেখান থেকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় মুদিপুকুর গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালী ন মঙ্গল বা সকালে মৃত্যু হয় ও যুবকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত যুবকের পরিবার সহ গোপালপুর এলাকায়।

বিজেপি, স্বতন্ত্র এবং সিপিএম জোট পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেছে

আলিপুরদুয়ার ঃ নির্দল,সিপিএম কে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করল বিজেপি।বিজেপি এবং সিপি আই এম, নির্দল কে সঙ্গে নিয়ে একই ভাবে একছাতার তলায় এসে শাসকদল তৃনমূল কে হঠিয়ে বোর্ড গঠন করল বিজেপি।ঘটনা মাদারীহাট ব্লকের রাঙ্গালীবাজনা গ্রামপঞ্চায়েতে।এদিন বোর্ড গঠনে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মত।রাজ্য রাজনীতিতে এবার বিজেপি ও সিপি আই এম এক ছাতার তলায়।এখানে উল্লেখ্য রাঙ্গালীবাজনা গ্রামপঞ্চায়েতে ২৩ টি আসন।তৃনমূল ১০ টি,বিজেপি ১০ টি,সিপি আই এম ২ টি এবং নির্দল ১ টি নির্দল।আজ বোর্ড গঠনে ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়।বোর্ড গঠন হতেই লেগে চার ঘন্টা।প্রধান নির্বাচিত হন নির্দলের বাবলী রুসদা এবং উপপ্রধান হন বিজেপির তনুশ্রী বর্মন।এদিন বোর্ড গঠনের পর নব নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য দের নিয়ে বিজয় মিছিলে অংশ নেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা।বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা বলেন,মানুষ টি এমসি র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।গত পাঁচ বছরে ওরা কিছু করেনি।আমরা নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করেছি।তাকে প্রধান করা হয়েছে।অনেক প্রলোভন, ভয় দেখিয়েছে।কিন্তু সাধারন মানুষ চাইছে তৃনমূল কে সরাতে।বিজেপি কে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড? এ প্রশ্নে সিপি আই এম শাখা সম্পাদক নান্টু সূত্রধর বলেন আমরা বিজেপি তৃনমূল থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখি।আমরা নির্দল প্রার্থীর নাম প্রধানের জন্য সমর্থন করেছি। এদিন বিজয় মিছিলে দেখা গেল সিপিএম বিজেপি নির্দলের পতাকা একসঙ্গে।

দিদিকে বলো পোর্টালে অভিযোগ জানাতেই ৫ বছর পর নিখোঁজ মেয়েকে খুঁজে পেল পরিবার

শিলিগুড়ি ঃ দিদিকে বলো পোর্টালে জানাতেই ৫ বছর পর নিখোঁজ মেয়ের খোঁজ পেল পরিবার। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নিখোঁজ মহিলার পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার দুপুরে নিয়ম অনুযায়ী রুম্পাকে আদালতে পাঠালো নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্তারিত জানান ADCP শুভেন্দ্র কুমার। ঘটনা পাঁচ বছর আগে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার অম্বিকা নগরের রুম্পা মজুমদার। তখন রুম্পার বয়স ছিল ৩০। জানাগেছে একদিন বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তার। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরেও রুম্পার খোঁজ মেলেনি। রুম্পার বিয়ে হয়েছিল শিলিগুড়িতেই। শ্বশুর বাড়ি থেকেই নিখোঁজ হয়েছিল সে। ১০ বছরের ছেলেকে বাড়িতে রেখেই নিখোঁজ হয় সে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের পাশাপাশি বাপের বাড়ির লোকজনও অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল তার।থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ ও দায়ের হয়েছিল। কিন্তু আর খোঁজ মেলেনি। কিন্তু তার মা বাবার মন তো আর মানে না,বিগত পাঁচ বছর ধরে হন্য হয়ে মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তারা। নানান প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতো তাদের!অনেক সময় রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় মহিলার মৃতদেহ পাওয়ার খবরে আঁতকে উঠতো পরিবারের লোকেরা! পরিবারের সকলের মনে একটাই প্রশ্ন ছিল রুম্পা এই পৃথিবীতে আছে তো? অবশেষে পাঁচ বছর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হল রুম্পা মজুমদারের বাপের বাড়ির লোকজন! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের মানুষের জন্য তৈরি দিদিকে বলো পোর্টালে আমার মেয়েকে খুঁজে দিন দিদি এমনই অনুরোধ করেন রুম্পা মজুমদারের পরিবারের লোকজন। আর এতেই কার্যত বাজিমাত প্রায় পাঁচ বছর পর হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে চোখের সামনে পেল বাবামা।জানাগেছে রুম্পা মজুমদারের পরিবারের এই কাতর আরজি দেখতেই, নবান্নের তরফে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়, রুম্পা মজুমদারের নিখোঁজ হবার ঘটনাটির তদন্ত পুনরায় শুরু করতে। তৎক্ষণাৎ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার নিউ জলপাইগুড়ি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দেন, অম্বিকানগরের রুম্পা মজুমদারের নিখোঁজ সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তের অগ্রগতির কাজ শুরু করার জন্য।এরপর রুম্পার আধার কার্ডের নম্বর থেকেই তদন্তের অগ্রগতি শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি থানা তদন্তকারী অফিসারেরা। আধার কার্ড খতিয়ে দেখে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ জানতে পারে, নদিয়া জেলার নাকাশীপাড়া এলাকায় রুম্পা মজুমদারের আধার কার্ড দিয়ে একটি ব্যাংকে একাউন্ট করা হয়েছে। তড়িঘড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার একটি টিম রওনা দেয় নদীয়ার নাকাশিপাড়া তে। নাকাশীপাড়া থানা পুলিশের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট ওই ব্যাংকে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর ওই ব্যাংক থেকে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করে নাকাশিপাড়া এলাকায় বর্তমান রুম্পা মজুমদারের ঠিকানায় পৌঁছে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার তদন্তকারী অফিসারেরা। সোমবার নাকাশিপাড়া থেকে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি থানার উদ্দেশ্যে রুম্পাকে নিয়ে রওনা দেয় তদন্তকারী অফিসারেরা। মঙ্গলবার রুম্পার সাথে তার পরিবারের লোকজনের পাঁচ বছর পর দেখা। কান্নায় ভেঙে পড়লেন সকলেই। কিন্তু আবার নতুন জীবন গড়েছে রুম্পা। পরিবারের লোকজন রুম্পাকে দেখেই খুশি। মেয়ে বেঁচে তো আছে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ রুম্পাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ভারতীয় রেলওয়ে ক্যাপেক্স ব্যয়ে ৪৬.৬ শতাংশর সাথে এগিয়ে রয়েছে

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার (ক্যাপেক্স)এর পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় রেলওয়ে ৪৬.৬ শতাংশ ব্যয়ের সাথে এগিয়ে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ৪৬.৪ শতাংশ ব্যয় করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হাইওয়ে।

আনুমানিক ২.৪৪ ট্রিলিয়ন টাকার ক্যাপেক্স ব্যয় করার লক্ষ্যের মধ্যে প্রায় ১.১৩ ট্রিলিয়ন (৪৬.৬ শতাংশ) টাকা ব্যয় করেছে রেলমন্ত্রক। অধিকাংশ ব্যয়ই করা হয়েছে চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং সুরক্ষিত রেল নেটওয়ার্ক প্রদানের ক্ষেত্রে। ব্যয়ের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু হবে হাইস্পিড ট্রেন, পণ্যবাহী করিডোর এবং ট্রেন ও স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণ করার মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি। এই বছরের মধ্যে সমগ্র নেটওয়ার্ক বৈদ্যুতিকীকরণ করার লক্ষ্যে রেলওয়ে নিজের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের গতিও বৃদ্ধি করছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষে নতুন ট্র্যাক বসানো ও ট্র্যাক দ্বৈতকরণের কাজ আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের জন্য ক্যাপেক্সএর ৪৮.২১ শতাংশ ব্যয় করেছে। নতুন লাইন বসানোর জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৭.৮৫ শতাংশ এবং ৫১.৯৩ শতাংশ ব্যয় হয়েছে দ্বৈতকরেণর কাজে। সুরক্ষা বৃদ্ধি সম্পর্কিত কাজে নতুন আরওবিআরইউবি নির্মাণের জন্য ৫৯.৮৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে এবং ব্রিজ সম্পর্কিত কাজে ব্যয় হয়েছে ৭৪.৯০ শতাংশ। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ডিপোগুলিতে যন্ত্রপাতি ও প্ল্যান্ট ক্রয় ও আপগ্রেডিঙের জন্য ৫৭.৫৮ শতাংশ ক্যাপেক্স ব্যয় করা হয়েছে। পরিকাঠামোর মতো সম্পত্তি তৈরি করতে ক্যাপেক্স ব্যবহার করা হয় এবং অর্থনীতিতে এর কয়েকগুণ প্রভাব পড়ে, যার ফলে চাহিদা, আয় ও কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩ অর্থবর্ষের প্রায় ৬.৪৬ ট্রিলিয়ন টাকার সংশোধিত লক্ষ্যের তুলনায় ২০২৪ অর্থবর্ষে ১৩.৪ শতাংশ ক্যাপেক্স লক্ষ্য বৃদ্ধি করেছে।

অ্যামেরিকা ক্রুজ মিসাইল দিলেই জার্মানি সায় দেবে না

বার্লিন ঃ মার্কিন প্রশাসন ইউক্রেনকে আরো দূর পাল্লার ক্রুজ মিসাইল দিতে চলেছে, এমন আভাস পেলেও জার্মানি টাউরুস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে এখনো ভাবনাচিন্তা করছে। জেলেনস্কি অবশ্য আশা ছাড়ছেন না।

রাশিয়ার আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক অভিযান চাইছে ইউক্রেন। তবে সেই আবেদন খতিয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া দিতে অনেক সময় নিচ্ছে একাধিক দেশ। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য পেতে বিলম্ব ঘটছে বলে ইউক্রেন দাবি করছে। এবার অতীতের সংশয় ঝেড়ে ফেলে সে দেশকে আরো দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, যে মার্কিন প্রশাসন দ্রুত সেই ছাড়পত্র দিতে চলেছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাছে এটিএসিএমস এবং জিএমএলআরএস নামের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যা শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি করতে সক্ষম। প্রথমটি ৩০৬ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে এবং দ্বিতীয়টি ৭২ কিলোমিটার দূরত্বে আঘাত হানতে পারে। লক্ষ্যবস্তুর উপর ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাখে এই দুই মিসাইল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন সম্ভবত দুটির মধ্যে একটি, অথবা দুটি ক্ষেপণাস্ত্রই ইউক্রেনের হাতে তুলে দিতে পারে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অ্যামেরিকার পাঠানো ক্লাস্টার বোমা কাজে লাগিয়ে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বেশ সাফল্য পেয়েছে।

শুধু অ্যামেরিকা নয়, জার্মানির কাছ থেকেও আরো উন্নত অস্ত্র চাইছে ইউক্রেন। মার্কিন প্রশাসনের দেখাদেখি জার্মানিও সেই ডাকে সাড়া দেবে বলে সে দেশ আশা করছে। তবে জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিউস বলেছেন, অ্যামেরিকা ইউক্রেনকে এটিএসিএমএস মিসাইল দিলেই বার্লিন টাউরুস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার

মতে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনো 'স্বয়ংক্রিয়' সিদ্ধান্ত থাকতে পারে না। তার মতে, জার্মানি বিষয়টি এখনো খতিয়ে দেখছে। যুদ্ধবিমান থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে টাউরুস ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় বলে ইউক্রেন সেটি পেতে গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছে। রাশিয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কাজে লাগিয়ে ইউক্রেনে এমনকি বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত করে চলায় ইউক্রেনও এমন অস্ত্র চাইছে। এখনো পর্যন্ত ব্রিটেন স্ট্রম শ্যাডো ও ফ্রান্স স্ক্যাল্প নামের ক্রুজ মিসাইল সরবরাহ করেছে।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকের কিয়েভ সফরের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি জার্মানি থেকে আরো সামরিক সাহায্যের আশা করছেন। দৈনিক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ''সহযোগীদের আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের সৈন্যদের চাহিদা বোঝা এবং আমাদের জ্বালানি অবকাঠামোর সুরক্ষা সম্পর্কে শোনা অত্যন্ত জরুরি।'' তিনি এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে আশা প্রকাশ করেন।

রাশিয়ার হামলা শুরুর পর থেকে এই নিয়ে চার বার কিয়েভ সফর করলেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক। জেলেনস্কি ছাড়াও তিনি ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইউক্রেনের প্রতি সংহতি ও সে দেশকে সহায়তার ক্ষেত্রে জার্মানির প্রত্যয় আবার তুলে ধরলেও টাউরুস ক্রুজ মিসাইল সরবরাহের প্রশ্নে কোনো স্পষ্ট আশ্বাস দিতে পারেন নি তিনি। জার্মান সরকার কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে বিষয়েও তিনি কিছু বলতে পারেন নি। তাঁর মতে, টাউরুস সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটী বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সময় লাগছে। কুলেবা এই বিলম্ব সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন।

মার্কিন সংস্থার জরিপে বাংলাদেশে ৯১ গণতন্ত্রকামী মানুষের কথা

ঢাকা ঃ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের এক জরিপে বাংলাদেশের ৯১ মানুষ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে মত দিয়েছেন বলে জানা গেছে। জরিপটি চলতি মাসেই পরিচালনা করা হয়েছে বলে অলাভজনক এই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশসহ মোট ৩০ টি দেশকে নিয়ে পরিচালিত এ জরিপে মোট ৩৬ হাজার ৩৪৪ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি দেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন এক হাজার জন। জরিপে এক প্রশ্নের উত্তরে ৯১ শতাংশ বাংলাদেশি বলেছেন গণতান্ত্রিকভাবে শাসিত একটি দেশে বাস করা তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো সরকারকাঠামোর চেয়ে গণতন্ত্রকে বাংলাদেশের ৫৯ শতাংশ মানুষ পছন্দ করেন। এছাড়া জরিপে অংশ নেয়া ৮৮ বাংলাদেশি মনে করেন বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য মানবাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে আসন্ন সংসদ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে সহিংশতার আশঙ্কা করছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের ৭০ অংশগ্রহণকারী জানান তারা সহিংশতার আশঙ্কা করছেন। চলতি বছরের ১৮ মে থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত মোট ৩০ টি দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের উপর জরিপটি চালানো হয়। জরিপে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার, অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

বানভাসি চীনে খামার থেকে ৭০টা কুমির পালালো

বেইজিং ঃ প্রবল ঝড়বৃষ্টির পর লেকের জল চারপাশ ভাসালো। কুমির খামার থেকে ৭০টির বেশি কুমির পালালো। চীনের ঘটনা। ঘটনাটা ঘটেছে গুয়াংডং প্রদেশের মাওমিং শহরে। চীনের মিডিয়া জানিয়েছে, খামারে লেকের জল ঢুকে যায়। সেই সুযোগে ৭০টিরও বেশি কুমির খামার থেকে পালায়। মাওমিং কর্তৃপক্ষ শহরের বাসিন্দাদের ঘরের ভিতরে থাকতে বলেছেন। কুমিরগুলোর খোঁজ চলছে। কিন্তু সেখানে এত বেশি ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে যে, ভালো করে খোঁজাও যাচ্ছে না। চায়না ন্যাশনাল রেডিও(সিএনআর) জানিয়েছে, কুমিরগুলো এখনো জলের ভিতরেই আছে। তাদের ধরা যায়নি। এক সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কী পরিস্থিতিতে কুমির পালালো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কতগুলি কুমির পালিয়েছে, তার ঠিক সংখ্যাও তাদের কাছে নেই। বেজিং নিউজের রিপোর্ট বলছে, জরুরি বাহিনীকে কুমির ধরার জন্য পাঠানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির ফলে চারপাশ জলে ভরে গেছে। তাই কুমিরেরখোঁজ করতে গিয়ে তারা অসুবিধেয় পড়েছেন। তারা যন্ত্রচালিত নৌকায় করে খোঁজ করছেন।

চীনে চামড়া ও মাংসের জন্য কুমিরপালন করা হয়। চীনের চিরাচরিত ওষুধ তৈরির কাজেও তা লাগে। ওই খামারে ৬৯টা পূর্ণবয়স্ক ও ছয়টি বাচ্চা কুমির ছিল। এই খামার ছিল লেকের কাছে। তাছাড়া ওই অঞ্চলে কুমির থিম পার্কও আছে।

সুইডেনের এক নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে ইরান

তেহরান ঃ ৩৩ বছরের ওই যুবকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এখনো স্পষ্ট করে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। প্রায় ৫০০ দিন ধরে আটক করে রাখা হয়েছিল ওই যুবককে। কিন্তু সুইডেন দূতাবাস বারবার তার কথা জিগ্যেস করলেও ইরানের তরফের কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয়া হয়নি। অবশেষে মঙ্গলবার ইরান জানিয়েছে, ৩৩ বছরের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত কয়েকবছরে একের পর এক বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে ইরান। গোপন তথ্য ফাঁস এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো মামলা দিয়ে তাদের জেলে ঢোকানো হয়েছে। যা নিয়ে ইউরোপ এবং অ্যামেরিকা সরব। তাদের অভিযোগ, বিনা অপরাধে বহু নাগরিককে ইরান গ্রেপ্তার করে রেখেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইরানের বিচারবিভাগের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ''সুইডেনের এই যুবক ফৌজদারি অপরাধ করেছে। তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'' গত সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম কূটনীতিক জোসেপ বরেল বলেছিলেন, সুইডেনের ওই যুবককে ৫০০ দিন ধরে ইরান আটকে রেখেছে। তারপরেই ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিষয়টি নিয়ে রীতি তো আলোচনা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নই কাজ করেন ওই যুবক। ইরানের বিচারবিভাগের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওই যুবকের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। দ্রুত আদালতকে রিপোর্ট দেওয়া হবে। তার উপর দাঁড়িয়ে আদালত শাস্তি ঘোষণা করবে। এদিকে সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওই যুবকের দ্রুত মুক্তির দাবি করেছেন। ওই ব্যক্তিকে সুইডেনের হাতে তুলে দেওয়া কথা বলা হয়েছে। এর আগে পাঁচজন মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছিল ইরান। তাদের গৃহবন্দি করা হয়েছে। ইরান বলেছে, অ্যামেরিকা যে ইরানের পাঁচ দশমিক ছয় বিলবিয়ন ইউরোর সম্পত্তি সিজ করেছে, তা ফেরত দিলে ওই ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

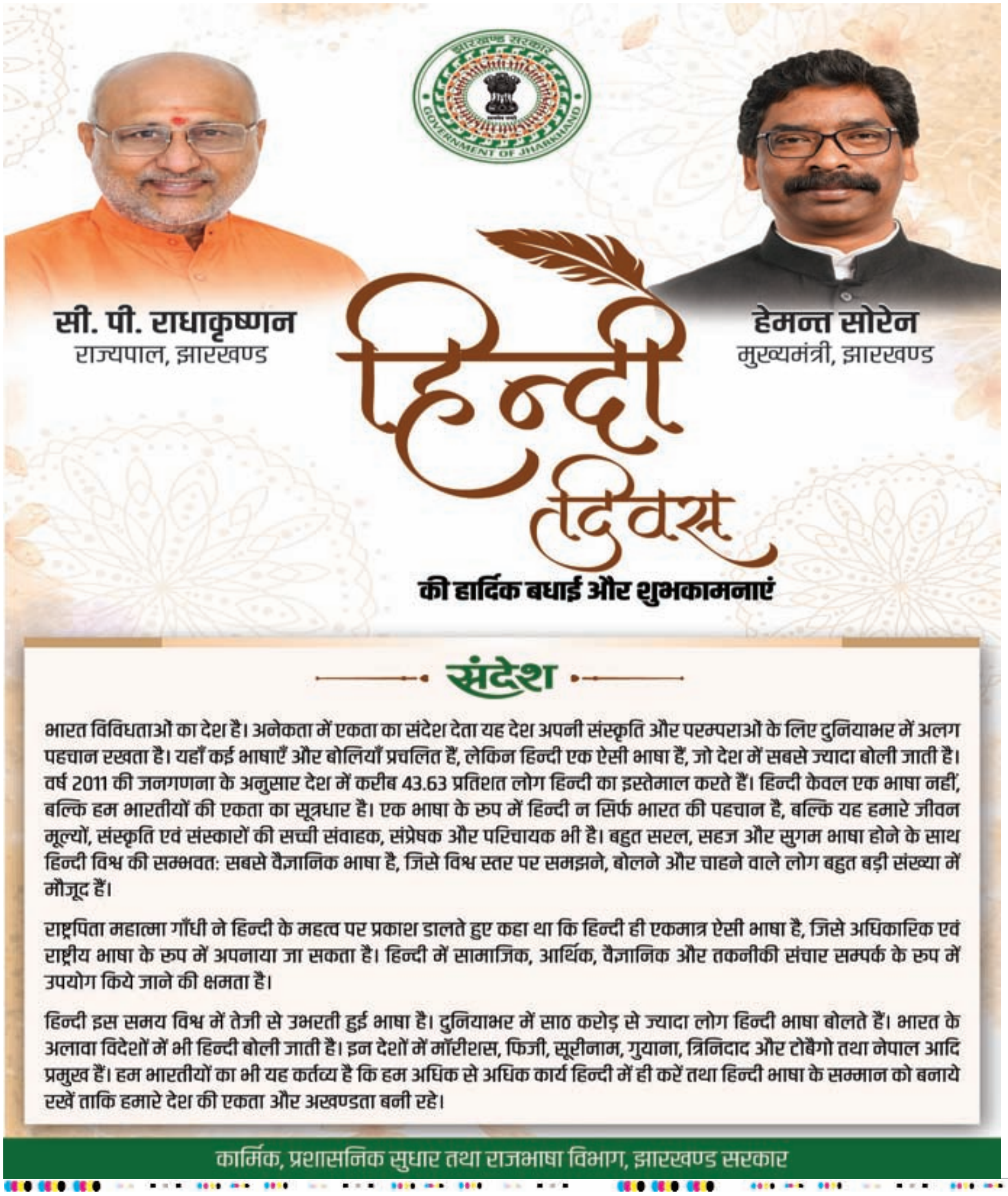

নেদারল্যান্ডসে আটক কয়েকহাজার পরিবেশ আন্দোলনকারী

নেদারল্যান্ড ঃ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে দুইদিন ধরে হাইওয়ে আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তারা। পুলিশ তাদের আটক করেছে। শনি এবং রোববার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় নেদারল্যান্ডসের রাস্তা। হেগ যাওয়ার হাইওয়ে কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার পরিবেশ আন্দোলনকারী সেখানে পৌঁছে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিবেশকর্মীদের দাবি, নেদারল্যান্ডেসর সরকার মানুষের করের টাকা ব্যয় করছে খনিজ তেল উত্তোলনকারী সংস্থাগুলির পিছনে। তাদের বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। শনিবার মিছিলে জলকামান ছোঁড়া হয়। পরে রীতিমতো বলপ্রয়োগ করে পুলিশ দুই হাজার ৫০০ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাতেও দমে যাননি আন্দোলনকারী। রোববার ফের তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

সম্পাদকীয়

ক্রাইমিয়ায় ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

বুধবার ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্রাইমিয়ার সেভাস্তোপোল বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাশিয়াও ইউক্রেনের নদী বন্দরে হামলা চালিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিন ইউক্রেনের কোনো সাফল্য দেখছেন না। ইউক্রেন ও রাশিয়া পরস্পরের স্থাপনার উপর একাধিক হামলা চালিয়েছে। অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের সেভাস্তোপোল বন্দরে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের উপর বুধবার ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কমপক্ষে ২৪ জন আহত হয়েছে। শহরের রাশিয়া নিযুক্ত গভর্নর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানিয়েছেন, সব জরুরি পরিষেবা ঘটনাস্থলে কাজ করছে। শহরের বেসামরিক স্থাপনাগুলিতে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ এই শহরে রাশিয়ার ব্ল্যাক সি ফ্লিটের জাহাজ ও ডুবোজাহাজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ইউক্রেন এই হামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে নি। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সে

দেশ অবশ্য রাশিয়ার সামরিক অবকাঠামো ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এমন পদক্ষেপ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পালটা সামরিক অভিযানে সাহায্য করে বলে ইউক্রেন মনে করে। রাশিয়াও ইউক্রেনের উপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কৃষ্ণ সাগর উপকূলের বন্দরগুলির বিকল্প হিসেবে ইউক্রেন নদীপথে খাদ্যশস্য রপ্তানির যে উদ্যোগ নিচ্ছে, সেই প্রচেষ্টা বিফল করতে মস্কো ইউক্রেনের নদী বন্দরগুলির উপর হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে। দানিয়ুব নদীর তীরে ইদমাইল বন্দরে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ও বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছে বলে বুধবার আঞ্চলিক গভর্নর জানিয়েছেন। এছাড়া ওডেসা ও মিকোলাইভ অঞ্চলেও রাশিয়া হামলার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওডেসার আঞ্চলিক গভর্নর বুধবার টেলিগ্রাম চ্যানেলে নতুন হামলার কথা জানিয়েছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন দাবি করেছেন, গত প্রায় তিন মাস ধরে ইউক্রেনের পালটা সামরিক অভিযানে কোনো সাফল্য আসেনি। ভ্লাদিভোস্তক শহরে এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ইউক্রেন যতদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, রাশিয়া ততদিন সামরিক অভিযান বন্ধ করবে না। ইউক্রেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে বলে দাবি করছে। সে দেশের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ওলেক্সান্ডার শুপুন সোমবার বলেন, স্থলবাহানী দিনে ৫০ থেকে ২০০ মিটার পুনর্দখল করছে। সৈন্যদের নিরাপত্তার খাতিরে সেনাবাহিনী আরো দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না। তাঁর মতে, কাউন্টারঅফেনসিভ অভিযান শুরু হবার পর থেকে ইউক্রেন প্রায় ২৫৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। সামরিক বাহিনীর অন্য এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে রোবোতিনে শহরের কাছে বিশেষ সাফল্য পাওয়া গেছে।

মেডিকেনের দাপটে বিপর্যস্ত লিবিয়া

আলেকজান্ডার ফ্রয়েন্ড
প্রাবন্ধিক

একদিকে উত্তাল সমুদ্র অন্যদিকে বন্যা, দুইয়ের মাঝখানে কার্যত বন্দি লিবিয়ার বিধ্বস্ত মানুষ।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কিছুদিন আগেই ঝড় ড্যানিয়েল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রিস। সেখান থেকে ওই ঝড় শক্তি হারিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপরে এসে পৌঁছায়। ভূমধ্যসাগরের গরম জলের উপরে এসে ঝড়টি আবার শক্তিবৃদ্ধি করে হারিকেনের চেহারা নেয়। ফলে ড্য়ানিয়েলের চরিত্র বদলে তা মেডিকেনে পরিবর্তিত হয়েছে। ভূমধ্যসাগর অর্থাৎ, মেডিটেরেনিয়ানের উপর এই ঝড় তৈরি হয়েছে বলে হারিকেন এবং মেডিটেরেনিয়ানের নাম মিশিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে মেডিকেন।

এই মেডিকেনের প্রভাবে কার্যত লণ্ডভণ্ড অবস্থা লিবিয়ার। দেশের একটি বড় অংশ বন্যায় ভেসে গেছে। ঝড়ের দাপটে এবং প্রবল বৃষ্টিতে নদীর উপর ফ্লাডগেট ভেঙে

গেছে। ফলে বিরাট অঞ্চল প্লাবিত। মনে করা হচ্ছে, হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে রাজনৈতিক সমস্যায় ভুগছে লিবিয়া। দেশে কার্যত গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। এরইমধ্যে এই ঘটনা ঘটায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। কীভাবে উদ্ধারকাজ চলছে, এখনো পর্যন্ত দেশের সরকার এবং প্রশাসন সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট তথ্য দেয়নি।

বস্তুত, গত ৪০ বছরে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতদেখল লিবিয়া। এর আগে ড্যানিয়েলের প্রভাবে কার্যত ভেসে গেছে গ্রিসের একাংশ। বুলগেরিয়া এবং তুরস্কও প্রবল বৃষ্টি দেখেছে। যার জেরে সেখানেও কোনো কোনো জায়গায় বন্যা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদেরা জানিয়েছেন, ভূমধ্যসাগরের উপর যে ঘটনা ঘটেছে তাকে ওমেগা ব্লক বলে। এর ফলে মধ্য ইউরোপে বেশ কিছুদিন প্রবল গরম থাকবে।

লিবিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল দেরনা ও জাবাল আল আখদারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে মেডিকেন। সুস এবং মারজ শহরও কার্যত জলে ভেসে গেছে। লিবিয়ার প্রায় ৩০০ কিলোমিটারের উপকূল খুবই সরু। সমুদ্র থেকেই কার্যত পাহাড় শুরু হয়ে যাচ্ছে। ৫০০-৬০০ মিটার উচ্চতার এই পাহাড়ে মেঘ গিয়ে জমে থাকে। এবং সে কারণেই এই অঞ্চলে মেডিকেনের প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। ফলে সরু উপকূল কার্যত ভেঙে গেছে। আর তার ফলেই ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে।

সময় থাকতে দাবানল শনাক্ত করার অভিনব প্রযুক্তি

কর্নেলিয়া ফক্ষ

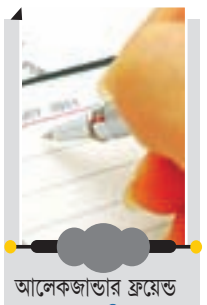

চলতি বছরও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চরম তাপপ্রবাহ জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। দাবানলের প্রকোপে অনেক জঙ্গলের বিশাল ক্ষতি হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ এমন বিপর্যয় এড়ানোর ব্রত নিয়েছেন।

প্রতি বছর দাবানলের কারণে লাখ লাখ হেক্টর জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়। সেইসঙ্গে প্রায় ৮০০ কোটি টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনও ঘটে, যা বিশ্বব্যাপী সিওটু নির্গমনের প্রায় ২০ শতাংশের সমান। বিশাল মাত্রার পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতিও হয়। ড্রিয়াড নেটওয়ার্কের কর্ণধার কার্স্টেন ব্রিংকশুল্টে, বলেন, ''২০১৮ সালে আমি প্রথম বার টেলিভিশনের পর্দা, সংবাদমাধ্যমে অ্যামাজন অঞ্চল, অস্ট্রেলিয়ার বিশাল দাবানল দেখেছিলাম। ফ্রাইডেস ফর ফিউচার আন্দোলন পথে নেমেছিল, আমার নিজের মেয়েও তাতে শামিল হয়েছিল। সেই প্রাথমিক ধাক্কা খেয়ে মনে হয়েছিল, আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।''

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। বিজ্ঞানী, সফ্টওয়্যার ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের এক টিম গড়ে তুলে তিনি যতটা আগে সম্ভব দাবানল শনাক্ত করার লক্ষ্যে নতুন এক সিস্টেম সৃষ্টি করেন। গন্ধ টের পায় এমন বিশেষ সেন্সর আলট্রা আর্লি ডিটেকশন সম্ভব করে। এক অর্থে সেগুলি অত্যন্ত উন্নত যান্ত্রিক নাক।

কৃষিবিজ্ঞানী হিসেবে ইয়ুর্গেন ম্যুলার অনেক বছর ধরে একই ধরনের সিস্টেম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। এক পরীক্ষামূলক জঙ্গলে তিনি নতুন সেন্সরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করছেন। তিন মিটার উচ্চতায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে সৌরশক্তিচালিত সেন্সর বসানো আছে। অত্যন্ত কম আলো থাকলেও সেটি কাজ করে। ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলে সেটা খুব জরুরি। কন্ডেন্সরের সাহায্যে সেই 'ইন্টেলিজেন্ট নোজ' এমনকি রাতে ও বৃষ্টির সময়েও কাজ করে।কিন্তু ক্ষুদ্র সবুজ বস্তুটি ঠিক কীসের গন্ধ পায়? ফরেস্ট ইকোলজিস্ট ড. ইয়ুর্গেন ম্যুলার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, ''বাতাসে নানা ধরনের উপাদান রয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মোনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফেট এবং নোবেল গ্যাস। সেন্সর সে সব পরিমাপ করে। যে মুহূর্তে বাতাস থেকে অক্সিজেন শুষে নেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের মিশ্রণও স্বাভাবিকভাবে বদলে যায়। চলে যায়। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে নির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেয়। এই প্রণালী আদর্শভাবে কাজে লাগাতে হলে জঙ্গলজুড়ে একশো মিটার দূরত্বে একটি করে সেন্সর বসাতে হবে।

নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি এক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারে তথ্য পাঠানো হয়। কাগজে কলমে সেই প্রযুক্তি 'ইন্টারনেট অফ থিংস' নামে পরিচিত হলেও কার্স্টেন ব্রিংকশুল্টে ভালোবেসে সেটির নাম রেখেছেন 'ইন্টারনেট অফ ট্রিস'। কার্স্টেন ব্রিংকশুল্টে মনে করিয়ে দেন, ''বিশ্বের বড় জঙ্গলগুলিতে সাধারণত টেলিকম কোম্পানিগুলির কোনো টাওয়ার থাকে না। অর্থাৎ ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল কোনো প্রযুক্তি সেখানে প্রয়োগের অর্থ নেই। আমাদের নিজেদের যোগাযোগের অবকাঠামোর প্রয়োজন। সেটি আবার সৌরশক্তিচালিত হতে হবে। তাছাড়া বড় এলাকা জুড়ে সেটা কার্যকর হতে হবে। এই মেশ গেটওয়ের মাধ্যমে আমরা ঠিক সেটাই সম্ভব করেছি। এর মাধ্যমে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দুই কিলোমিটার রেঞ্জে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছি। এবার ধাপে ধাপে জঙ্গলের আরো গভীরে প্রবেশ করবো।''

ছোট ও বুদ্ধিমান যান্ত্রিক নাক লোকবল ছাড়াই অনেক কাজ করতে পারে। কাজও বেশ দ্রুত করে। ড. ইয়ুর্গেন ম্যুলার বলেন, ''কনট্রোল রুমে সহকর্মীরা এই গন্ধ চিনতে পারেন নি। আমি পরীক্ষা চালালে কনট্রোল রুমে জানিয়ে দেই। তারপর কিছুটা ধূর্ত হয়ে প্রশ্ন করি, তোমরা কি আগুন দেখেছো? দেখো নি? অর্থাৎ অপটিকাল সিস্টেম তখনই ধোঁয়া চিন্তে পারে, যখন সেই ধোঁয়া গাছের মগডালের উপর উঠে যায়।''

জঙ্গলের এই বুদ্ধিমান আত্মা কি আধুনিক যুগের রক্ষাকারী দেবদেবি হয়ে উঠবে?

পুজোর সেই আনন্দ ও উন্মাদনা নেই

সুনীল কুমার দে

এসেছে শরত হিমের পরশ লেগেছে হওয়ার পরে।
সকাল বেলায় ঘাসের ডগায় শিশিরের রেখা ধরে।।

আজও কবির কথা মনে পড়ে।আজও প্রকৃতি আপন মনে চলে ও আপন ভাবে সাজে।আজ যদি ও সময়ের আহ্বানে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি ঠিক তেমন টি আছে।আজ ও ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে,দিন ও রাত হচ্ছে।প্রতিদিন সূর্য উঠছে।সে তার কাজ করে যাচ্ছে।গাছে গাছে ফুল ফুটছে।সময় মতো বৃষ্টি হচ্ছে।প্রকৃতি নুতন সাজে সাজছে।পাখিরাও ডাকে।শরতের আগমনে শিউলি আজও ফুটে।পুকুরে আজও পদ্ম ও শালুক ফুটে।কিন্তু পুজোর সেই উন্মাদনা ও আনন্দ নেই। গ্রামে গ্রামে আর ভক্তি গীতিও মায়ের আগমনী গান শোনা যায় না।আর হয় না গ্রামে গ্রামে যাত্রা ও নাটকের রিহার্শেল।বাজে না ধমসা ও মাদল।শোনা যায় না গ্রামে গ্রামে ডুবাঙ ও ভুয়াঙের সুর।আগেকার মতো নেই নুতন জামা কাপড় কেনা কাটার ধুম।নেই সেই আগেকার খুশি ও আনন্দের জোয়ার।আজ পুজোর ধারা বদলে গেছে।জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় হচ্ছে।

বহু খরচ করে মনোরম পূজার প্যান্ডেল হচ্ছে।রঙ বেরঙের আলোক সজ্জা হচ্ছে।অশ্লীল নাচ গান ও ডিজের কান ফাটা চিৎকার চলছে।আগমনী ও ভক্তি গীতির পরিবর্তে হিন্দি সিনেমা গানের আসর ও অর্কেস্টা হচ্ছে।সবশেষে মদ ও গাঁজা ভাঙ খেয়ে বিসর্জন যাত্রা।এই তো বর্তমান সময়ের পুজোর দৃশ্য।আধুনিকতা ও স্মার্ট ফোন যেন আমাদের জীবন থেকে ধীরে ধীরে সব কিছু ভাল জিনিষ কেড়ে নিতে চাইছে।আমাদের সবাই কে একা ও অসহায় করে দিতে চাইছে।ধীরে ধীরে আত্মীয়তা ও

মধুর সম্মন্ধ গুলো মৃত্যুর প্রহর গুনছে।তাই বন্ধুরা একটু থমকে দাঁড়াও।নিজেদের সংস্কৃতি,পরম্পরা,ঐতিহ্য ও ধর্ম কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করো।আমাদের জীবন টাকে যন্ত্রে পরিণত করে দিও না।পুজোর পবিত্রতা ,ভক্তিম য় পরিবেশ ও আনন্দময় ধারা টিকে বদলে দিও না।

সাময়িকী

রাষ্ট্রনেতাদের সারা ভারতের বাছাই করা সামগ্রী উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

রোমা দাস
কলামিস্ট

গত শনি ও রবিবার ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লির প্রগতি ময়দানে বসেছিল জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আসর। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের নানা দশ থেকে প্রথম সারির রাষ্ট্রনেতারা হাজির হয়েছিলেন ভারতে। সম্মেলনের শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে উপস্থিত সমস্ত দেশের কূটনীতিবিদদের বিশেষ উপহার দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় যেমন রয়েছে কাশ্মীরের জাফরান , আরাকুর কফি, তেমনই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং চা, সুন্দরবনের খাঁটি মধু।

বেনারসী সিল্কের স্টোল ঃ পুরোদস্তর রেশম সুতো দিয়ে বোনা এই হালকা চাদর উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের স্ত্রী মারা বেগোনা গোমেজ ফার্নান্দেজকে। বারাণসীর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং এর ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পের স্মারক এই চাদর। আবলুস কাঠের তৈরি একটি বাক্সে করে দেওয়া হয়েছে সেটি। কেরালার কারিগররা ভারতীয় আবলুস কাঠের উপর সূক্ষ্ম 'জালি' নকশা কেটে তৈরি করেছেন বাক্সটি।

সীসম কাঠের সিন্দুক ঃ সীসম উড হল ভারতীয় রোজ উড। এই কাঠ দিয়ে তৈরি সিন্দুকটির উপর পিতল দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা হয়েছে। সোনালি বাদামি রং এবং দুর্দান্ত টেঁকসই হওয়ার জন্য বিখ্যাত এই সিন্দুক।

কাশ্মীরি জাফরান ঃ জাফরান বা কেশর হল বিশ্বের সবচেয়ে দামি মশলা। রান্নায় স্বাদ এবং গন্ধ বাড়াতে ব্যবহার হয়, তার পাশাপাশি জাফরানের ওষধিগুণও রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকার কারণে জাফরান ত্বক এবং স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারি।

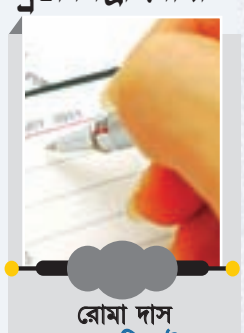

পশমিনা শাল ঃ পশমিনা হল কাশ্মীরের একটি বিখ্যাত কাপড়। হিমালয়ের ছাগলের লোমে চিরুনি চালিয়ে যে পশম পাওয়া যায়, তা দিয়েই বোনা হয় সম্পূর্ণ শাল। দেখতে অত্যন্ত সুন্দর হওয়ার পাশাপাশি শরীর গরম রাখতেও দারুণ কার্যকরী এই শাল।

সুন্দরবনের বনফুল মধু ঃসুন্দরবন হল পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এই জঙ্গলে বাস অজস্র মৌমাছির। মৌচাক ভেঙে বাংলার এই উপকূল এলাকার মানুষ খাঁটি মধু সংগ্রহ করে তা বাজারজাত করেন। বাংলার সেই মধুই উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে জি২০'র অতিথিদের।

আরাকুর কফি ঃ আরাকু ভ্যালির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই কফির চাষ হয়, যা টেক্সচার এবং অনন্য গন্ধের জন্য বিখ্যাত। উপত্যকার সমৃদ্ধ মাটি এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে সম্পূর্ণ অরগ্যানিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এই কফি বিন।

ইক্কত স্টোল ঃ মালবেরি সিল্ক দিয়ে 'ইক্কত' পদ্ধতিতে তৈরি এই স্টোল হল ওড়িশার ঐতিহ্য। টাই অ্যান্ড ডাই পদ্ধতিতে রাঙিয়ে তোলা হয় এই কাপড়। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগনাউথের স্ত্রী কবিতা রামদানিকে উপহার হিসাবে পাঠানো হয়েছে এই চাদর। গুজরাতের কারিগরদের তৈরি সেগুন কাঠের নকশা আঁকা বাক্সে করে দেওয়া হয়েছে এটি।

খাদি স্টোল ঃ খাদি একটি পরিবেশ বান্ধব কাপড় যা এর টেক্সচার এবং বহুমুখী ব্যবহারের জন্য পরিচিত। এটি তুলা, সিল্ক, পাট বা উলের তন্তু ব্যবহার করে বোনা হয়। ভারতের গ্রামীণ কারিগররা, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই মহিলা, তারা হাতে বুনে তৈরি করেন এই কাপড়। বর্তমানে শুধু ভারত নয় বিশ্বের ফ্যাশন দুনিয়ায় বড় জায়গা করে নিয়েছে খাদির তৈরি পোশাক।

পেকো দার্জিলিং এবং নীলগিরি চা ঃ দার্জিলিং চায়ের সুখ্যাতি এমনিতেই বিশ্বজোড়া। তার মধ্যে পেকো দার্জিলিং এবং নীলগিরি চা চায়ের জগতের 'শ্যাম্পেন' হিসাবে খ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ের ধাপে ৩০০০ থেকে ৫০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই চা বাগান থেকে বেছে শুধুমাত্র উপরের দিকের কোমল পাতাগুলি তুলে নেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তা পানীয় যোগ্য হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই চায়ের কাপে প্রতিফলিত হয়।

জানা অজানা

যুক্তরাজ্য সরকারকে সবার ভোটদান নিশ্চিত করার অনুরোধ

যুক্তরাজ্যে কারচুপি ঠেকাতে ভোট দেয়ার সময় ছবিসম্বলিত পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করে নতুন আইন করা হয়েছে। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনে এই আইন কার্যকর করায় প্রায় ১৪ হাজার ভোটারকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি। ইলেক্টোরাল কমিশন নামের একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা বুধবার বলেছে, নতুন আইনের আওতায় বেশিরভাগ ভোটার ভোট দিতে পারলেও কিছু ভোটার, যেমন প্রতিবন্ধী বা বেকারদের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হয়েছে। ''ছবিসম্বলিত পরিচয়পত্র দেখানোর বাধ্যবাধকতা কিছু ভোটারের কাছে সমস্যার মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে অনেক ভোটার ভোট দেন, এমন কোনো নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে,'' বলে মনে করছেন কমিশনের কমিউনিকেশন্স ডাইরেক্টর ক্রেইগ ওয়েস্টউড। কমিশন মনে করছে, আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনের আগে এই সমস্যা সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ না নিলে নির্বাচনে বড় প্রভাব পড়তে পারে। এক্ষেত্রে তারা গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্রের তালিকা আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে।

নতুন আইনের সমালোচকেরা বলছেন, নির্বাচনে কারচুপির পরিমাণ কম হওয়ায় ছবিসম্বলিত পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন ছিল না। তাদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি সমর্থন কম এমন জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র মানুষ, জাতিগত সংখ্যালঘু ও তরুণ ভোটারদের উপস্থিতি কমাতে এই আইন করা হয়েছে। তবে সরকার বলছে, গবেষণায় দেখা গেছে মে মাসে ভোট দেয়া ৯৫ শতাংশ ভোটার বলেছেন, নতুন প্রক্রিয়া তাদের কাছে সহজ মনে হয়েছে।

হিন্দু বোনদের কাছে অনুরোধ

আমাদের হিন্দু বহুল দেশ কে গোপনে বেশ কিছু লোক, কিছু সংস্থা ও কিছু রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে মুসলিম দেশ বানানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তাই নিয়মিত ভাবে আমাদের হিন্দু ধর্মের প্রতি ভুল প্রচার,আমাদের হিন্দু দেব দেবী ও মহাপুরুষদের প্রতি অপমান ও নোংরা মন্তব্য ,ধর্মান্তরন , লাভ জিহাদ ও সীমার বাইরে ছেলে মেয়ে উৎপাদনের কাজ করছে।কথাগুলো শুনতে অনেক লোককেই খারাপ লাগবে কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য।বেশ কিছুদিন থেকে দেখছি আমাদের হিন্দু মেয়েরা মুসলিম ছেলেদের প্রেম জালে পড়ে তাদের মান ইজ্জ্যত হারাচ্ছে ও অবশেষে ঘর থেকে পালিয়ে তাদের বিয়ে করছে, ধর্ম পরিবর্তন করছে ও মা বাবাকে পরিত্যাগ করছে।যে মা বাবা কত কষ্ট করে, কত স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করে তাদের কথা একবারও ভাবে না।তাদের কাছে প্রেম করাটাই বড়।এমনিতে ভালোবাসা করে বিয়ে করা টা মোটেই উচিৎ নয় যদি মা বাবার অনুমতি না থাকে।তা ছাড়া দেখা গেছে প্রেম বিবাহ সুখের হয় না,তাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্মান,বিশ্বাস ও ভরসা থাকে না।কথায় কথায় ডেভোর্স হতে দেখা যায়।তাছাড়া বিবাহ টা দুটো পরিবারের মধ্যে মধুর মিলনের উদাহরণ।তাই আগেকার দিনে মা বাবা ঘর পরিবার বংশ পরিচয় দেখে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতো।তাই এমন কাজ করা কি দরকার যার জন্য মা বাবা ঘর পরিবার বন্ধু বান্ধব,সমাজ ধর্ম কে ছাড়তে হবে।আর নেহাতই যদি প্রেম করে বিয়ে করার নেশা থাকে তবে নিজের ধর্মের ছেলেদের সাথে প্রেম করে বিয়ে করো।প্রেমের জন্য নিজের ধর্ম ছাড়বে কেন।তাই হিন্দু বোনদের কাছে আমার অনুরোধ তোমরা এ ভুল কাজ করো না।আগে লেখাপড়া করে চাকরি বাকরি করো।ভালোভাবে মানুষ হও তারপর মা বাবার পছন্দ মতো হিন্দু ছেলেদের সাথে বিয়ে করে মাথা উঁচু করে সমাজে বাঁচার চেষ্টা করো।আবেগে এ সব ভুল কাজ করে পরে চোখের জল ফেল না।ভগবান তোমাদের কে সুমতি দিন।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যে নিযুক্তি হওয়া ৮৭০০০ প্রার্থীদের মধ্যে ক্যাশ ফর জব এর মাধ্যমে একজনেরও যদি চাকরি হওয়ার তথ্য বিরোধীপক্ষ দিতে পারে তাহলে যে কোনো ধরনের তদন্ত করাতে সরকার প্রস্তুত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসমের চাকরির নামে কেলেঙ্কারের দিন শেষ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে চাকরি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ সিবিআই কিংবা ইডির তদন্তের দাবি জানিয়েছিল। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্পষ্ট কথা চাকরি পাওয়ার কেলেঙ্কারি অনেক হয়েছে। কিন্তু এবার চাকরি না পাওয়ার কেলেঙ্কারির বিষয় নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীপক্ষ। এক্ষেত্রে তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এটা তার রাজনৈতিক জীবনের উপলব্ধি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে নিযুক্তি হওয়া ৮৭০০০ প্রার্থীদের মধ্যে ক্যাশ ফর জব এর মাধ্যমে একজনেরও যদি চাকরি হওয়ার তথ্য বিরোধীপক্ষ দিতে পারে তাহলে যে কোনো ধরনের তদন্ত করাতে সরকার প্রস্তুত। রাজ্যে অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার দিন শেষ বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

অসম বিধানসভা অধিবেশন এর দ্বিতীয় দিন প্রাইভেট মেম্বার্স সংকল্প প্রস্তাবের অধীনে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম রাজ্যে অব্যাহত থাকা নিযুক্তি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন রাজ্যের বিজেপি সরকার স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার নীতি তথা দুর্নীতির ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতার কথা বলে ঢাকঢোল পিটিয়েছে। অথচ রাজ্যে এক বৃহৎ নিযুক্তি কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেকোনো ধরনের দুর্নীতির তদন্ত এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ এক্ষেত্রে বলেন চাকরির কেলেঙ্কারিতে বিজেপি নেতাদের নাম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। ফলের ক্ষেত্রে 'দুধ কা দুধ পানি কা পানি' হওয়ার প্রয়োজনেতা রয়েছে। এই চাকরি কেলেঙ্কারির জন্যই শিলচরে বিজেপির এক নেতা আত্মহত্যা করেছেন। ফলে এই সম্পূর্ণ বিষয়টির তদন্তের জন্য সিবিআই কিংবা ইডিকে নিযগে করার দাবি উত্থাপন করেন তিনি।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আগের বিভিন্ন সরকারের আমলে চাকরি পাওয়ার কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এবারে প্রথম চাকরি না পাওয়ার কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন এটা তার রাজনৈতিক রাজনৈতিক জীবনের এক বড় ধরনের উপলব্ধি। এক্ষেত্রে রাম সিতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে ৮৭০০০ নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই সংক্রান্তে বিরোধী পক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন নিযুক্তি পাওয়া যুবকযুবতীদের মধ্যে যদি একজনও এমন প্রার্থী রয়েছেন যার নিযুক্তি হওয়া উচিত ছিল না, বিরোধীপক্ষ যদি সেই নাম খুঁজে এনে তাকে দিতে পারেন তাহলে এক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের তদন্ত ঘোষণা করা হবে। বাজপেয়ি ভবন কিংবা রাজিব ভবন চাকরি দেওয়ার কারো ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ ভবিষ্যতে অসমে চাকরির নামে কোনো ধরনের কেলেঙ্কারি হবে না। সেই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন চাকরি না পাওয়ার কেলেঙ্কারির বর্তমান তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। সেটাকে এক লজিক্যাল কনক্লুশনে নিয়ে যাবে সরকার। কিন্তু রাজ্যে যদি চাকরি পাওয়ার কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে সেক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষকে তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান প্রচার মাধ্যমে ক্যাশ ফর জব শব্দটি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা এর থেকে ভিন্ন। কারণ অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা এবারের নিযুক্তি প্রক্রিয়া সুযোগ পেয়েছেন। এই দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েরা টাকা কিভাবে দেবেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। তাছাড়া রাজ্যে চাকরি না পাওয়ার কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। চাকরি দিতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন একাংশ ব্যক্তি। তার নামে যদি কেউ অর্থ আদায় করে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সেটা তিনি কিভাবে বন্ধ করবেন। কিছু কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা এইসব অপকর্ম করেই জীবন যাপন করছেন। অতি শীঘ্র ২২০০০ পদে নিযুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তথ্য জানার অধিকারের মাধ্যমে নিযুক্তি পাওয়া প্রার্থীরা কত নম্বর পেয়েছেন, কিভাবে পাশ করেছেন সবকিছু জানা যাবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অসম সরকার মুর্দাবাদ বলে স্লোগান দিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি অসংবিধানিক শব্দ প্রত্যাহার

সুলভ মূল্যের দোকানে আটা দেওয়ার ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকা অনিয়মের তদন্তের জন্য সদন কমিটির দাবি জানিয়ে কংগ্রেসের সদন ত্যাগ, হুলুস্থুল পরিবেশ সৃষ্টির ফলে ১৫ মিনিটের জন্য সভা স্থগিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন বিরোধী পক্ষ সদন ত্যাগ করবে এই আশঙ্কা করে তাদের যাবতীয় সভা স্থগিত প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল সরকার। কিন্তু অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অবশেষে সদন ত্যাগ করেছে কংগ্রেস। মূলত সুলভ মূল্যের দোকানে আটা দেওয়ার ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকা অনিয়মের তদন্তের জন্য সদন কমিটির দাবি জানিয়ে কংগ্রেস এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বিধানসভা থেকে যাওয়ার আগে অসম সরকার মুর্দাবাদ বলে স্লোগান দিয়েছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। পরে এক্ষেত্রে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা তার ক্ষমা চাইতে হবে বলে মন্তব্য করার পাশাপাশি অন্যান্য বিধায়করাও একই দাবি জানিয়ে সদন উত্তাল করে তোলেন। তাছাড়া বিধায়ক শেরমান আলী সরকারি বিলের কপি হাতে না পাওয়ার ফলেও অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। অবশেষে অধ্যক্ষ ১৫ মিনিটের জন্য সভা স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছেন

বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার প্রশ্নোত্তর কালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মূল্যের দোকানে সরকার আটা বরাদ্দ করলেও সেটা গ্রাহকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না বলে অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে প্রশ্ন করেন কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদা। তিনি বলেন ভুয়া মিলের নামে আটা পাঠিয়ে দেওয়ার ফলে সাধারণ গ্রাহকরা এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে সারা রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি এবং অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। এর জবাবে খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ এবং গ্রাহক পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন রাজ্যে এমন বহু জেলা এবং মহকুমা রয়েছে যারা গুণগতমান খারাপ হওয়ার জন্য এই আঁটা নিতে চাইছে না। এক্ষেত্রে বিধায়ক বলেন নুরুল হুদা বলেন যেই জেলা কিংবা মহকুমা গুলো আটা নিতে চাইছে না তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু যেই জেলা এবং মহকুমা গুলোতে আটা বরাদ্দ করা হচ্ছে সেটা সাধারণ গ্রাহকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। অস্তিত্ব না থাকা বহু আটার মিলের জন্য আটা বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন এক্ষেত্রে বিধায়কদের হাতে যদি কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে সেটা তাকে দিলে তিনি এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। লিখিতভাবে অভিযোগ দেওয়ার জন্য বিদায়দের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। কিন্তু এরপরে কংগ্রেস বিধায়করা সদন কমিটি গঠন করে এক্ষেত্রে তদন্ত করানোর দাবি উত্থাপন করেন। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ, প্রশ্নকর্তা বিধায়ক নুরুল হুদা সহ অন্যান্য বিধায়করা সদন কমিটি গঠনের দাবিতে অটল হয়ে থাকেন। মন্ত্রী প্রতিজন বিধায়ককে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এবং বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেন। এরপর যেই তদন্তের প্রয়োজন সেটা বিভাগ করবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তিনি। কিন্তু মন্ত্রীর কথায় কোনো ধরনের তোয়াক্কা না করে কংগ্রেস বিধায়করা নিজেদের দাবিতে অটল হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সর্বাধিক তৎপর হয়ে ওঠেন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে অনবরতভাবে সদন কমিটি গঠনের দাবি জানান। এই দাবি মানা না হলে কংগ্রেসের বিধায়কদের দল সদন ত্যাগ বলেও জানিয়ে দেন তিনি। কিন্তু বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি এক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব দেননি।

অবশেষে প্রশ্নোত্তর কাল শেষ হওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে সদন ত্যাগ করেন কংগ্রেস বিধায়করা। কিন্তু বিধানসভা থেকে বেরোনোর আগে অসম সরকার মুর্দাবাদ বলে স্লোগান দেন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। কংগ্রেস দলের সদন ত্যাগের পরেই সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ অসম সরকার মুর্দাবাদ বলে গেছেন। একজন বিধায়ক কিভাবে এটা বলতে পারেন। তিনিও সরকারের একটি অংশ। বিধায়করা যেভাবে ভারত সরকার মুর্দাবাদ বলতে পারবেন না সেই ভাবে অসম সরকার মুর্দাবাদ বলাও যাবে না। এক্ষেত্রে বিধায়ককে ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যক্ষ বলেন বিধানসভার নীতি-নিয়ম দেখে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। এরই মধ্যে বিধায়ক শেরমান আলী সরকারের উত্থাপন করা বিলের কপি না পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো শুরু করেন। অধ্যক্ষ এক্ষেত্রে বলেন বিধানসভায় অফিসাররা রয়েছেন যারা সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু এরপরেও শেরমান আলী আহমেদ অধ্যক্ষের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন। একই সময়ে মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা ফের একবার অসম সরকার মুর্দাবাদ বলা বিষয়টি উত্থাপন করে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। অবশেষে প্রায় অতিষ্ট হয়ে সকাল ১০ঃ৭ নাগাদ ১৫ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করে দেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি।

এরপর ১০ঃ৫৭ নাগাদ ফের বিধানসভার কার্যসূচী শুরু হয়। কংগ্রেস বিধায়কদের উদ্দেশ্য করে অধ্যক্ষ বলেন সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা অভিযোগ জানিয়েছেন যে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ অসংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে বিধায়ক স্বয়ং বলেন সদন সর্বদা নিয়ম অনুযায়ী চলা উচিত। তবে এক্ষেত্রে সত্যকে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি সেই শব্দ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন বলে উল্লেখ করে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ আটা সরবরাহের ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম এবং দুর্নীতির তদন্ত করানো উচিত। কিন্তু এরপরেও শাসক পক্ষের বিধায়করা হুলুস্তুর পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে অবশেষে কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ ইতিমধ্যে এই শব্দটি প্রত্যাহার করেছেন এবং এটা তার ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এরপরে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পাশাপাশি বিধানসভার পরবর্তী কার্যসূচি শুরু হয়।

বিজেপি সরকার সাত বছরে ৭১ হাজার ব্যক্তিকে ডি ভোটার নোটিশ দিয়েছে, ৩৭ হাজার বিদেশি বলে নথিভুক্ত হয়েছেন, বহিস্কৃত হয়েছেন একজন বলে মন্তব্য বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের

চর এলাকায় থাকা গৃহহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পুনর সংস্থাপনের দাবিতে বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলের প্রস্তাব

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ যে বাঙালি হিন্দু সনাতন ধর্মালম্বী ব্যক্তিরা ভোট দিয়ে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতায় পাঠিয়েছে, যারা বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার গঠন করতে সাহায্য করেছে, ভারত সরকার বানিয়েছেন তাদেরকেই বিদেশি বলে ডি ভোটার নোটিশ পাঠানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন বিজেপি সরকার সাত বছরে ৭১ হাজার ব্যক্তিকে ডি ভোটার নোটিশ দিয়েছে, ৩৭ হাজার ব্যক্তিকে বিদেশি বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং একজনকে বহিষ্কার করেছে সরকার। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন চর এলাকায় থাকা গৃহহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পুনর সংস্থাপনের দাবিতে বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলের প্রস্তাবের সঙ্গে করিমগঞ্জের বিধায়ক হিন্দু বাঙালির বিষয়টি জুড়ে দিয়েছেন। বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন সম্প্রতি জি টোয়েন্টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। ফলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঘোষিত বিদেশীদের বহিষ্কার করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আলোচনা করা উচিত ছিল বলে বিধানসভায় ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক বলেন তিনি স্বয়ং একজন সনাতনী হিন্দু ধর্মকে অনুসরণ করা ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্রী অহরহভাবে সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতির বিষয়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এবার বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রীর অনুসারে সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতির অর্থ কি। এটার অর্থ হচ্ছে ৭১ হাজার ব্যক্তিকে ডি ভোটার নোটিশ পাঠানো, সনাতন সভ্যতা সংস্কৃত অর্থ হলো ১৯ লক্ষ ব্যক্তির এনআরসিতে নাম না থাকা, সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে কর্পাস ফান্ড না দেওয়া, সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে ২৮ লক্ষ ব্যক্তির আধার কার্ড না হওয়া, সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে দুর্গাপূজায় কোনো ধরনের চাঁদা না দেওয়া বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন অবশেষে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে যারা হিন্দু বাঙালি যারা সনাতন ধর্মকে অনুসরণ করছেন তারাই আজকের এই পরিস্থিতিতে বিপদে রয়েছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যেই হিন্দু বাঙালি ব্যক্তি ভোট দিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করেছে, যারা বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন, যারা ভোট দিয়ে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন বর্তমান তাদেরই ডি ভোটার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন অসম সরকার বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন করেছে। মূলত ২০০১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আগে কংগ্রেস সরকার এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়নি। কারণ ২০০১ সালে বিদেশীদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এরপরেও বিজেপি সরকার কিসের ভিত্তিতে ২০০১ সালের জনসংখ্যার উপর ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ বিজেপির মতামত অনুযায়ী রাজ্যে বিদেশি নেই। বিদেশি সমস্যা দলটি সমাধান করে দিয়েছে। তিনি জানান মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যেটা এনআরসি করতে পারেনি, অসম চুক্তি করতে পারেনি সেটা ডিলিমিটেশন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এবার তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর কথাতে একমত হয়ে এটা বিশ্বাস করছেন যে যেটা এনআরসি করতে পারেনি, অসম চুক্তি করতে পারেনি সেটা ডিলিমিটেশন করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ অসমে বর্তমান কোনো বিদেশি নেই। ফলে ডি ভোটার নোটিশ পাঠানো ৭১ হাজার হিন্দু বাঙ্গালীদের রেহাই দেওয়া হোক এই অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন হিন্দু বাঙালিরা ব্যাপক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেনা। যেহেতু বিজেপি সরকার হিন্দু বাঙালিকে সুরক্ষা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে অসমের বুকে হিন্দু বাঙালিরা কেন বিপদে, হিন্দু বাঙালিদের কেন ডি ভোটার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, হিন্দু বাঙালিরা কেন লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে নিস্পেষিত সেই কথাগুলোর উত্তর চাই। রাজ্যবাসী এই উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন বেসরকারি সদস্যের সংকল্প প্রস্তাব হিসেবে কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল চর এলাকায় থাকা গৃহহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পুনর সংস্থাপনের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। বিশেষ করে ভাঙ্গনের ফলে বিভিন্ন চর এলাকা থেকে গৃহহীন হয়ে পড়া সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের বিদেশি বলে হেনস্থা করা হচ্ছে। অথচ এই ব্যক্তিরা যুগ যুগ ধরে রাজ্যের চর এলাকায় বসবাস করছেন। বিশেষ করে গোয়ালপাড়া জেলায় ল্যান্ড অ্যাডভাইজারি বোর্ড এই গ্রহণ ব্যক্তিদের জমি বরাদ্দ করছে না বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। ফলে রাজ্য সরকারের গৃহঋণ বেক্তিদের পুনর সংস্থাপনের ক্ষেত্রে থাকা আইন অনুযায়ী চর এলাকার ভাঙ্গনে গৃহহীন হয়ে পড়া ব্যক্তিদের পূর্ণসংস্থানের দাবি উত্থাপন করেছেন বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল। কংগ্রেস বিধায়কের যাবতীয় অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন।

এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের রাজ্যে মব লিঞ্চিং প্রতিরোধী বেসরকারি বিল উত্থাপন নিয়ে উত্তাল বিধানসভা

এটাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, একপক্ষীয় বিল আখ্যা দিয়ে খারিজ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মব লিঞ্চিং প্রতিরোধী বেসরকারি বিল উত্থাপন নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠলো অসম বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এক্ষেত্রে বেসরকারি বিল উত্থাপন করে বলেছেন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে মব লিঞ্চিং এর ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনায় বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। অপরাধ সংগঠিত করে মব লিঞ্চিং এর মাধ্যমে বেঁচে যাওয়ার মানসিক প্রবণতা এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। ফলে এই বিল উত্থাপন করে রাজ্যে অব্যাহত থাকা মব লিঞ্চিং এর যাবতীয় ঘটনা প্রতিরোধ করতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে এটাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, একপক্ষীয় বিল আখ্যা দিয়ে সেটা খারিজ করে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম দ্যা আসাম মব লিঞ্চিং প্রিভেনশন বিল ২০২৩ শীর্ষক বিল উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন বর্তমান দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে হত্যা করা ঘটনা রাজ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করলে ধরা পড়ার হয়ে থাকলেও দলবদ্ধভাবে সেটা করলে আইন থেকে রক্ষা পাওয়ার আছিলায় একাংশ ব্যক্তি এই ধরনের দুষ্কর্মে জড়িত হয়ে পড়ছেন। তিনি জানান ২০১৯ সালে এভাবে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করে ডক্টর দেবেন দত্তকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০২১ সালে অনিমেষ ভূঁইয়া, ২০১৮ সালে নীলফুকন দাস অভিজিৎ নাথ, ২০১৩ সালে চন্দ্র শইকীয়া, ২০১৮ সালে দেবেন রাজবংশী, ২০২১ সালে সাদ্দাম হোসেন, ২০২০ সালে পরমজিত নেওগ এভাবে দলবদ্ধ আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক উন্মাদনার অংশ হয়ে আবেগিক ভাবে দলবদ্ধ আক্রমণে ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। এর ফলে এই ধরনের একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। এর জবাবে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের দলবদ্ধ আক্রমণ কিংবা মব লিঞ্চিং এর ঘটনা সমর্থনযোগ্য নয়। এটা সম্পূর্ণ হবে এক দুঃখজনক ঘটনা। তবে প্রতিটি ঘটনার পরেই সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে দোসি ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। দলবদ্ধ আক্রমণে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে আইপিসি, সিআরপিসি অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এই বিষয়ে পৃথক একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা নেই। তাছাড়া এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম উত্থাপন করা এই বিলটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং একপক্ষীয়। কারণ বিধায়ক নিজের বক্তব্যে নানা উদাহরণ দেওয়ার সময় প্রণব জ্যোতি শইকীয়ার উদাহরণ দেননি। এর কারণ প্রণব জ্যোতি শইকীয়ার হত্যাকারীদের নাম আসিফ আলি, শাফিকুল ইসলাম প্রমুখ। তাছাড়া বর্তমান রাজ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে সেই বিষয়টিও বিধায়ক উত্থাপন করেননি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বক্তব্য দেওয়ার সময় বিধায়ক অখিল গগৈ বারংবার তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়াস করেন। সেটার পাল্টা জবাব দেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। এরপর বিধায়ক বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাকে নিজের ব্যবহার ভালো করার পরামর্শ দেন। এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। এরপর এআইইউডিএফ বিধায়ক আশরাফুল হোসেন এই বিষয় নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরার সময়ে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন তার মুখে এই বিষয়ের উপরে বক্তব্য শোভা পায় না। বিধায়ক দিগন্ত কলিতার এই মন্তব্যের পরেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ বিধায়করা। তবে অবশেষে উপাধ্যক্ষের বহু কষ্টের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বিধায়ক দিগন্ত কলিতার শেষের বক্তব্য বিধানসভার প্রসেডিং থেকে বাতিল করে দেওয়ার অনুরোধ জানান।

দূরত্ব এবং নাম ভর্তির উপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয় গুলোর একত্রিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিধানসভায় বিদ্যালয়ের একত্রীকরণ সিদ্ধান্ত বাতিল করার প্রস্তাব উত্থাপন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করা বিদ্যালয় গুলোর একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি উত্থাপন করলেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। অসম বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি সদস্যের সংকল্প প্রস্তাব হিসেবে এই বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি বলেন বিদ্যালয়ে একত্রি করনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীকে। ফলে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন দূরত্ব এবং নাম ভর্তির উপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয় গুলোর একত্রিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও এমালগিমেশন আবার কোথাও ডিএমালগিমেশন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার কার্যসূচিতে প্রাইভেট মেম্বার মোশনের অধীনে এআইইউডিএফ বিধায়ক হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরীর পক্ষে বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বিদ্যালয় একত্রিকণের বিষয়টি উত্থাপন করে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন এর ফলে মূলত ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীরা যেতে বাধ্য হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফলে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের প্রতি বিদ্যালয় একতিকরনের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করার দাবি উত্থাপন করেন তিনি।

এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে একত্রিকরণ করার পাশাপাশি একত্রে থাকা বিদ্যালয় গুলোকে দূরে করে দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের শিক্ষকদের প্রাদেশিকীকরণের পর বিদ্যালয়ের একতিকরনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মূলত দুটি বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে এই একত্রীকরণ সম্পন্ন করেছে শিক্ষা বিভাগ। এর মধ্যে একটি হচ্ছে দূরত্ব এবং অন্যটি এনরোলমেন্ট অর্থাৎ নাম ভর্তি। সাসটেনেবল এনরোলমেন্ট থাকলে একত্রিকরণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। তাছাড়া একত্রিকরণ সংক্রান্তে কিছু নিয়ম নীতি নির্ধারণ করা রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১ কিলোমিটার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩ কিলোমিটার এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সর্বাধিক ৫ কিলোমিটার দূরত্ব নির্ধারণ করা রয়েছে বলে জানালেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন ১১২৭২ টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১ থেকে ৩০ এর মধ্যে রয়েছে। এটাকে শিক্ষা বিভাগ সাসটেনেবল আখ্যা দিতে পারেনা। তবে এরপরেও যদি একত্রিকরণের ক্ষেত্রে ১ কিলোমিটারের অধিক দূরত্ব হয় কিংবা সেই বিদ্যালয়ে যেতে পাহাড় নদীর ইত্যাদি পার করে যেতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একত্রিকরণের সিদ্ধান্ত নেবে না শিক্ষা বিভাগ। অন্যদিকে হাইস্কুলের ক্ষেত্রে শ্রেণী অনুপাতের শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেই হিসাবে ছাত্রছাত্রীও থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন প্রত্যেক শ্রেণীতে ন্যূনতম ১০ জন ছাত্রছাত্রী থাকা বাধ্যতামূল। একইভাবে হাই স্কুলের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয়ের জন্য পাঁচ জন শিক্ষক এবং একজন প্রধান শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রীদের অনুপাত হচ্ছে ৪০.১। অসম সরকারের ক্ষেত্রে সেটা ২০.১। অর্থাৎ প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে। অন্যথা সেটা সাসটেনেবল হবে না বলে উল্লেখ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

অন্যদিকে এর আগে নবোদয় বিদ্যালয়ে খালি পড়ে থাকা বহু অসমীয়া শিক্ষকের পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে একটি সংকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন বহু অসমীয়া শিক্ষকের পদ খালি পড়ে থাকার পরেও সেক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে থাকা নবোদয় বিদ্যালয় গুলোতে দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য নিম্ন মাশুলের ভিত্তিক ভর্তির সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টিও বিধানসভায় তুলে ধরেন তিনি। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন নবোদয় বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অসম সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। এটা অসম সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

ভারত ম্যাচ পাতিয়েছে, এমন বার্তা পেয়ে যা বললেন শোয়েব

কোলম্বো ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩৫৬ রানের পাহাড় গড়েছিল ভারত। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে রিজার্ভ ডেতে গড়ানো ম্যাচটা তারা জিতেছিল ২২৮ রানের রেকর্ড ব্যবধানে। সেই ভারতই গতকাল একই মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২১৩ রানেই গুটিয়ে গেছে। অথচ পাকিস্তানের মতো শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও দলকে উড়ন্ত শুরু এনে দিয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও আরেক ওপেনার শুবমান গিল। প্রথম ১১ ওভারে দুজনে তুলেছিলেন ৮০ রান।

তবে দুনিত ভেল্লালাগে ও চারিত আসালাঙ্কার ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে এরপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ। ১১ রানের মধ্যে রোহিত, গিল ও বিরাট কোহলির উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে।

চতুর্থ উইকেটে লোকেশ রাহুল ও ঈশান কিষান ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও তাঁদের ৬৩ রানের জুটি ভাঙতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে ভারত। দলটি এবার ৩২ রানের ব্যবধানে ৫ উইকেট হারায়। শেষ উইকেট জুটিতে মোহাম্মদ সিরাজকে নিয়ে অক্ষর প্যাটেল 'মহামূল্যবান' ২৭ রান যোগ না করলে ২০০-এর গণ্ডিও পেরোনো হতো না। যদিও দুর্দান্ত বোলিং করে ছোট সংগ্রহকেও যথেষ্ট বানিয়ে ফেলেছেন কুলদীপ যাদব যশপ্রীত বুমরারা। দলকে তুলেছেন ফাইনালে।

তবে ভারত ম্যাচ জিতলেও রাতারাতি তাদের ব্যাটিংয়ের এমন অধঃপতনকে সন্দেহের চোখে দেখছেন অনেকে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ভারতের ব্যাটিং নিয়ে সন্দেহের কথা নাকি শোয়েব আখতারকে জানাচ্ছেন কেউ কেউ। তাঁদের দাবি, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারত কাল ম্যাচ পাতিয়েছে। তবে পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা সমর্থকদের এমন দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, ম্যাচ গড়পেটা হয়নি। বরং লঙ্কানরা অসাধারণ বোলিং করেছে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর একপর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন শোয়েব। বলেন, 'আমি জানি না আপনারা এসব কী করছেন। আমার কাছে অনেক মিম ও বার্তা আসছে। সেগুলোতে লেখা ভারত ম্যাচ পাতিয়েছে। পাকিস্তানকে বাদ দিতেই শ্রীলঙ্কার কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে হারতে চেয়েছিল ভারত। আপনারা এসব কী বলছেন? তারা (লঙ্কানরা) হৃদয় নিংড়ে দিয়ে বোলিং করেছে। ভেল্লালাগে ও আসালাঙ্কা অসাধারণ উদ্যম নিয়ে বোলিং করেছে। আপনারা কি ২০ বছর বয়সী ছেলেটার (ভেল্লালাগে) খেলা দেখেছেন? সে ৪৩ রান করেছে এবং ৫ উইকেট নিয়েছে। এরপরেও ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে আমাকে ফোন করে বলছেন, ভারত ইচ্ছা করে হারতে চেয়েছিল!'

জিতলেই প্রথম দল হিসেবে এশিয়া কাপের ফাইনাল নিশ্চিত এমন ম্যাচ ভারত কেন ইচ্ছা করে হারতে চাইবে, তার কোনো যুক্তিও খুঁজে পাননি শোয়েব, 'আমাকে বলুন, তারা (ভারত) কেন হারতে চাইবে। তারা তো ফাইনালে উঠতে চেয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই আপনারা মিম বানাচ্ছেন। হ্যাঁ, ভারত দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কুলদীপের বোলিং ছিল অবিশ্বাস্য। আপনারা বুমরাকে দেখুন, ছোট সংগ্রহ ডিফেন্ড করতে নেমে সে কীভাবে লড়েছে।'

কাল ভারতের জয়ে বাংলাদেশের বিদায়ও নিশ্চিত হয়ে গেছে। আগামীকাল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার মধ্যে জয়ী দল ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হবে। অঘোষিত সেমিফাইনাল সামনে রেখে উত্তরসূরিদের ভেল্লালাগের মতো লড়াকু মানসিকতার তাগিদ দিয়েছেন শোয়েব, 'ভেল্লালাগের মতো ২০ বছর বয়সী তরুণ লড়াই করছে। সে ব্যাটিং-বোলিং সবকিছুতেই অবদান রাখছে। কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়েরা সেটা পারেনি। কেউ আমাকে বলুন, আমাদের ফাস্ট বোলাররা কবে টানা ২৫ থেকে ৩০টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে? আমরা আশা করি শাহিন, হারিস ও নাসিম চোটমুক্ত থেকে ১০ ওভার করে বোলিং করবে। আমি পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে প্রতিরোধ আশা করি। (ভারতের বিপক্ষে) হারটা ছিল অপমানজক।'

অবশ্য শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে শাহিন ছাড়া বাকি দুই পেসারকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম পাকিস্তানের, নাসিম তো চোটের কারণে ছিটকেই গেছেন। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না।

এশিয়া কাপ শেষ নাসিমের, বদলি জামান

কোলম্বো ঃ কাঁধের চোটের কারণে এশিয়া কাপ শেষ হয়ে গেছে পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার নাসিম শাহর। তাঁর জায়গায় এশিয়া কাপের দলে নেওয়া হয়েছে জামান খানকে। চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে রিজার্ভ ডেতে না খেলা আরেক পেসার হারিস রউফকে এখনো পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পিসিবি।

আজ সকালেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জামান। পিসিবি জানিয়েছে, সন্ধ্যায় দলের সঙ্গে অনুশীলনেও যোগ দেবেন তিনি। আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। কার্যত এ ম্যাচটি সেমিফাইনাল, যারা জিতবে, তারাই ফাইনালে সঙ্গী হবে ভারতের।

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে রিজার্ভ ডেতে ইনিংসের ৪৯তম ওভার সম্পন্ন না করেই কাঁধের চোট নিয়ে উঠে যান নাসিম। পিসিবি বলছে, সামনের মাসের বিশ্বকাপ সামনে রেখে নাসিমকে ঘিরে সব রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে। এবারের এশিয়া কাপের প্রথম ৩ ম্যাচে ৭ উইকেট নেন নাসিম। ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে অবশ্য উইকেটশূন্য থাকেন।

নাসিমের জায়গায় ডাক পাওয়া জামান

এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে আলো ছড়ানো ২২ বছর বয়সী এ পেসার সর্বশেষ হান্ড্রেডে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে খেলেছেন।

নাসিমের মতো শঙ্কা ছিল রউফকে ঘিরেও। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম দিনই পাঁজরের কাছের মাংসপেশিতে অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। সতর্কতা হিসেবে রিজার্ভ ডেতে আর মাঠে নামেননি তিনি। তবে তাঁর ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসেনি পিসিবি।

পাকিস্তানের দলীয় চিকিৎসক সোহেল সেলিম বলেছেন, 'এ দুজন ফাস্ট বোলার আমাদের সম্পদ। গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বকাপের আগে আমাদের মেডিকেল প্যানেল দুজনের সেরা যত্নই নেবে।' তবে নাসিমের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কি না, এ নিয়ে কিছু জানাননি পিসিবির চিকিৎসক।

এর আগে জানা গিয়েছিল, আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে রউফেরও খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। পাকিস্তান ফাইনালে গেলেও তাঁর খেলা নিয়ে শঙ্কা আছে। রউফের ব্যাকআপ হিসেবে শাহনেওয়াজ দাহানিকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল সকালে কলম্বোয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন দাহানি।

'বন্ধু' ভেল্লালাগের প্রশংসায় হৃদয়

কোলম্বো ঃ দুনিত ভেল্লালাগে! নামটা এখন প্রায় সবারই পরিচিত। শ্রীলঙ্কার এই তরুণ ক্রিকেটার গতকাল এশিয়া কাপে যেভাবে একাই ভারতীয় দলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এই নামটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্রিকেটপ্রেমীদের কানে পৌঁছেছে।

২০ বছর বয়সী এই স্পিনার ভারতের বিপক্ষে নিয়েছেন ৫ উইকেট, ব্যাটিংয়ে নেমে দলকে জেতাতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৪২ রানে। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে তাঁর হাতে। ভেল্লালাগের এমন পারফরম্যান্সে তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান তাওহিদ হৃদয়। তাওহিদ তাঁর প্রশংসা করেছেন শুধু একজন ক্রিকেটার হিসেবে নয়, বন্ধুত্বের জায়গা থেকেও।

প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ক্যারিয়ারের প্রথম ৫ উইকেট নেওয়ার পথে ভেল্লালাগে আউট করেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুলের মতো ব্যাটসম্যানদের। আবার ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ম উইকেটে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার সঙ্গে ৬৩ রানের জুটিতে ম্যাচ প্রায় ঘুরিয়েই দিয়েছিলেন আটে নামা ভেল্লালাগে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভেল্লালাগের প্রশংসায় তাওহিদ লিখেছেন, 'অভিনন্দন প্রথমবার ভারতের বিপক্ষে ৫ উইকেট নেওয়ার জন্য। অপেক্ষায় ছিলাম এই ছবি সবার সামনে তুলে ধরার জন্য, আজকে সেই অপেক্ষা শেষ হলো। তোমার মতো বন্ধুকে পেয়ে জাফনা কিংসে খেলার সময়গুলো আরও বেশি উপভোগ করেছিলাম। আজকে তোমার ভালো দিনে তোমাকে অভিনন্দন এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে তোমার জীবনে আরও ভালো দিন আসবে ইনশা আল্লাহ। সব সময় শুভকামনা ও ভালোবাসা থাকবে তোমার জন্য বন্ধু।'

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার লাসিথ মালিঙ্গা তরুণ এই অলরাউন্ডারকে নিয়ে যা বলেছেন, তাতে ভেল্লালাগের উৎসাহ কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার কথা। টুইটে ভেল্লালাগেকে প্রশংসায় ভাসিয়ে মালিঙ্গা লিখেছেন, 'এটা বলা ভুল হবে না, শ্রীলঙ্কা আজ (কাল) ১২ জন নিয়ে খেলেছে। দুনিত এতটাই দুর্দান্ত ছিল। আমি বিশ্বাস করি, ও আগামী দশকে ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হওয়ার পথেই আছে।'

যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই ভেল্লালাগে কী বলছেন? টুইটে তিনি পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমের নাম উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান অধিনায়ক তাকে তার সেরাটা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন, সেই কথাও বলেছেন ভেল্লালাগে, 'যদিও ফলটা আমাদের পক্ষে আসেনি। মাঠে যেভাবে পারফর্ম করছি, তাতে আমি গর্বিত। সেরার কাছ থেকে শিখেছি (বাবর আজম), তাঁর পথচলা আর পরিশ্রম আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।'

ইউএসবিসি চার্জিং পোর্ট এবং আরো যা রয়েছে নতুন আইফোন ১৫তে

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ নতুন আইফোনে লাইটনিং চার্জিং পোর্ট ব্যবহার করা হবে না বলে নিশ্চিত করেছে অ্যাপল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাধ্য করার পর এমন সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মঙ্গলবার বার্ষিক এক অনুষ্ঠানে আইফোন ১৫ উন্মোচন করার পরে এই টেক জায়ান্ট জানিয়েছে, 'বিশ্বজুড়ে গ্রহণযোগ্য মান' হিসেবে তারা ইউএসবিসি কেবল ব্যবহার করবে।

অনুষ্ঠানে আরো বেশি উন্নত চিপ সমৃদ্ধ নতুন একটি অ্যাপল ওয়াচ (ঘড়ি)ও উন্মোচন করা হয়েছে।

কিন্তু একজন প্রযুক্তি বিশ্লেষক বলেছেন, 'সংবাদ শিরোনাম হতে পারে' এমন চমক দেয়ার মতো কোন তথ্য অ্যাপলের কাছ থেকে এবার না আসায় অনেকেই হতাশ হতে পারেন।

প্রযুক্তি বিশ্লেষক সংস্থা সিসিএস ইনসাইটের বেন উড বলেছেন, আইফোন এবং ওয়াচ যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সেখান থেকে নতুন আইফোনটি খুব বেশি চমক জাগানোর মত নয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, আইফোন এবং ওয়াচ ডিভাইসগুলো কতটা পরিমার্জিত হচ্ছে এবং প্রতিবছর সত্যিকার অর্থে বড় কোন আপডেট নিয়ে আসাটা কতটা কষ্টকর।

অ্যাপল একটি ইউএসবিসিটুলাইটনিং পোর্ট অ্যাডাপ্টর বাজারে এনেছে যার দাম পড়বে ২৯ পাউন্ড বা ৩৬ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চার হাজার টাকার মতো। নতুন আইফোন হ্যান্ডসেট আগামী সপ্তাহে বাজারে আসবে।

এতে ২০১২ সালের পর প্রথমবারের মতো বিকল্প একটি চার্জিং পোর্টের ফিচার যোগ করা হলো।

অ্যাপল জানিয়েছে, বর্তমানে যেসব ইউএসবিসি কেবল অনেক অ্যাপল ল্যাপটপ ও আইপ্যাডে কাজ করে, সেগুলো নতুন ভার্সনের এয়ারপড প্রো এয়ারফোন এবং তারযুক্ত এয়ারপড হেডফোনের ক্ষেত্রেও কাজ করবে।

এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যাপলকে তাদের মালিকানাধীন চার্জিং পোর্ট বাতিল করতে বলেছে, যাতে ভোক্তাদের জীবন সহজ হয়, অর্থ সাশ্রয় হয় এবং একই চার্জার ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইসে ব্যবহারের মাধ্যমে ইবর্জ্য উৎপাদন কমানো যায়।

অনেকে অবশ্য সতর্ক করে বলেছেন, এ পদক্ষেপের কারণে সামনের বছরগুলোতে বাতিলকৃত কেবলের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে।

এর প্রতিক্রিয়ায় অ্যাপল মঙ্গলবারের উন্মোচন অনুষ্ঠানে তাদের নতুন ডিভাইসগুলোর বিষয়ে পরিবেশগত কিছু প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেছে, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাপল ওয়াচ রেঞ্জকে প্রথমবারের মতো কার্বন নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ করা।

নতুন ওয়াচ এবং আইফোনের ব্যাটারি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশে রিসাইকেল করা উপাদান আরো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

কোম্পানিটি নিশ্চিত করেছে যে, তারা তাদের আনুষঙ্গিক কোন পণ্যে চামড়া আর ব্যবহার করবে না এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তারা তাদের ব্যবসাকে কার্বন নিরপেক্ষ করে তুলবে।

অ্যাপলের প্রধান টিম কুক বলেছেন, নতুন আইফোন ১৫ রেঞ্জটি এ পর্যন্ত তৈরি করা আইফোনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন।

আইফোন ১৫ এবং ১৫ প্লাসএ স্ক্রিন আরো বেশি উজ্জ্বল করা হয়েছে, ক্যামেরা সিস্টেমও আগের চেয়ে উন্নত।

এছাড়া আইফোন ১৫ প্রো এবং প্রো ম্যাক্সে টাইটানিয়াম ফ্রেম যুক্ত করা হয়েছে, এর মানে হচ্ছে এটির শক্তি আগের তুলনায় বেড়েছে।

প্রো এবং ম্যাক্সে আগের মিউট সুইচ এর জায়গায় এখন একটি 'অ্যাকশন বাটন' রয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ফাংশন ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা যাবে।

নতুন অ্যাপল ওয়াচে জেশ্চার কন্ট্রোল ফিচার রয়েছে অর্থাৎ যে হাতে ডিভাইসটি পরা হবে, সেই হাতে দুই আঙ্গুল দিয়ে একসাথে আলতো করে দুটি চাপ দিয়েই পরিধানকারী ব্যক্তি কোন ফোনকলের জবাব দিতে বা সেটি বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন।

নতুন আইফোনগুলো আগের আইফোনগুলোর তুলনায় খুব বেশি আলাদা নয় বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

তারা অবশ্য প্রশ্ন তুলছেন যে, ভোক্তারা কি অতিরিক্ত দাম দিয়ে এগুলো কিনতে রাজি হবে?

যুক্তরাজ্যে আইফোন ১৫ এর দাম ৭৯৯ পাউন্ড(প্রায় এক লাখ নয় হাজার টাকা) থেকে শুরু হবে। আর আইফোন ১৫ প্রো এর দাম ৯৯৯ পাউন্ড থেকে শুরু হবে (এক লাখ ৩৬ হাজার টাকার বেশি)।

পিপি ফোরসাইট এর প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্লেষক পাওলো পেসক্যাটর বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে সংকটের এই সময়টাতে নতুন ডিভাইসের জন্য টাকা বের করতে ভোক্তাদের রাজি করানোটা সহজ হবে না। অনেকে নতুন ফিচারটিকে বাড়তি সংযোজন হিসেবে দেখবেন, যদিও এগুলো সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে আরো বেশি বাড়াবে যা অ্যাপলের মূল ব্যবহারকারীদের জন্য অমূল্য।

মঙ্গলবার অ্যাপলের শেয়ার কিছুটা নিম্নমুখী হয়েছে। গত সপ্তাহে সোজা নিম্নমুখী পতনকে এটি ঘুরিয়ে দিতে পারেনি। চীনের সরকার কর্মকর্তাদের আইফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে এমন প্রতিবেদনের পর অ্যাপলের শেয়ারের পতন হয়।

চীনে হুয়াওয়ের নতুন স্মার্টফোন সিরিজ বাজারে আনার পর তা বিনিয়োগকারীদের অস্বস্তিতে ফেলেছে।

বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজারে ২০২৩ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রপ্তানি কমে এসেছে। এই সময়ে ২৯৪.৫ মিলিয়ন ফোন রপ্তানির পরিবর্তে তা কমে ২৬৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু স্মার্টফোন প্রস্তুতকারক বড় কোম্পানিগুলোর তুলনায় অ্যাপলের চালান কিছুটা কম পরিমাণে কমেছে। প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষক প্রতিষ্ঠান কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ এর হিসাব অনুযায়ী, অ্যাপলের চালান ৪৬.৫ মিলিয়ন থেকে কমে ৪৫.৩ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

দু'হাজার সাত সালে বাজারে এসেছিল এমন একটি মোবাইল ফোন - যা সারা বিশ্বের যোগাযোগের প্রযুক্তি এবং এর সামাজিক ভূমিকার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল।

ওই বছরের জানুয়ারিতে অ্যাপলের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী স্টিভ জবস স্যান ফ্রান্সিসকোয় এক অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো উন্মোচন করেছিলেন আইফোন নামে এক নতুন ধরণের মোবাইল ফোন - যা বিশ্বের কোটি কোটি লোকের জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

আজ আমরা যাকে বলি স্মার্টফোন - তার সূচনা এখান থেকেই।

এই ফোনের ছিল একেবারে নতুন ধরণের টাচস্ক্রিন, সহজে ব্যবহার করা যায় এরকম ইন্টারফেস, আর সুন্দর ডিজাইন । সব মিলিয়ে দেখা গেল, একটা আইফোন হাতে থাকলে আপনার যেন আর কিছুরই দরকার নেই।

আপনি এতে গান শুনতে পারেন, ছবি তুলতে পারেন, ভিডিও স্ট্রিম করতে পরেন, ইমেইল করতে পারেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারেন। তার সাথে ফোনে কথা বলা তো আছেই।

প্রযুক্তির দিক থেকে এটা ছিল এক নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়া, এবং সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা লোকেদের আইফোন দেখে রীতিমত তাক লেগে গিয়েছিল।

এরপর গত ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে প্রায় প্রতি বছর নতুন নতুন মডেল উন্মোচন করা হয়েছে আইফোনের, আর বিশ্বজুড়ে নতুন একটি আইফোনের জন্য উন্মাদনাও যেন বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে।

টুকরো খবর

কচুরিপানা বাংলায় এসেছিল অভিশাপ হয়ে, নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল নিধনের প্রতিশ্রুতি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের জলাশয়ে এখন যে কচুরিপানা ভাসতে দেখা যায়, দেড়শো বছর আগেও এর কোন অস্তিত্ব এ অঞ্চলে ছিল না। বাংলায় এই উদ্ভিদটির আগমন ঘটেছিল অভিশাপ হয়ে। যা সামলাতে তৎকালীন প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। বাংলাদেশে খাল, বিল, নদী বা যেকোন আকারের জলাশয়ে সবুজ পাতার মাঝে হালকা বেগুনি কচুরি ফুল খুব সাধারণ দৃশ্য। আর নানাজনের নানা কাজে লাগে কচুরিপানা - অল্প বয়েসীরা হয়ত এর ফুল দিয়ে খেলে, কিন্তু আবার কচুরিপানা থেকে তৈরি হস্তশিল্প রপ্তানি করে বাংলাদেশ বছরে আয় করে কোটি টাকা। প্রায় দেড়শো বছর আগেও এই কচুরিপানা এ অঞ্চলে কেউ চিনতো না - এটি এখানে জন্মাতো না। কিন্তু আগমনের পরই কচুরিপানা নানাভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের, এমনকি নির্বাচনী ইশতেহারে কচুরিপানা নিধনের প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভূক্ত করতে হয়েছিল এক সময়। কচুরিপানা নামের এই উদ্ভিদ বাংলাদেশে এলো কীভাবে? কচুরিপানার বাংলায় আগমন ঘটেছিল ১৮৮৪ সালে। তবে এই আগমনের ইতিহাস নিয়ে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়। জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, ১৮শ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল থেকে কচুরিপানা নিয়ে আসা হয়েছিল।

মূলত আমাজন জঙ্গলের জলাশয়ে থাকা উদ্ভিদ এটি। কচুরিপানার হালকা বেগুনি রঙের অর্কিডসদৃশ ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জর্জ মরগান নামে এক স্কটিশ ব্যবসায়ী ব্রাজিল থেকে বাংলায় কচুরিপানা নিয়ে আসেন। অন্য আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের একজন পাট ব্যবসায়ী অস্ট্রেলিয়া থেকে এই কচুরিপানা বাংলায় এনেছিলেন। আবার কলকাতা বোটানিক গার্ডেনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কচুরিপানা ব্রাজিল থেকে প্রথম বাংলায় এসেছিল ১৮৯০-এর দশকের আশেপাশে কোন সময়ে। কচুরিপানা প্রকৃতগতভাবে খুবই সহনশীল এবং দ্রুত বর্ধনশীল এক উদ্ভিদ। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই একটিমাত্র উদ্ভিদ যা মাত্র পঞ্চাশ দিনে তিন হাজারের বেশি সংখ্যায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। এ উদ্ভিদ জলেতে ঘণ্টায় তিন মাইল গতিতে ভ্রমণ করতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখি এদের বিস্তারে সাহায্য করে। বিস্ময়কর এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে, বাংলায় আগমনের পর কচুরিপানা এ অঞ্চলে বহু ভোগান্তি আর যন্ত্রনাও জন্ম দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবাল কচুরিপানার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার 'ফাইটিং উইথ আ উইড ঃওয়াটার হায়াসিন্থ অ্যান্ড দ্য স্টেট ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কচুরিপানাকে জার্মান পানা বলেও ডাকা হতো। বাংলার জলাশয়ে মুক্তভাবে ভাসমান এই বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, ১৯২০ সালের মধ্যে প্রায় প্রতিটি নদনদী, খালবিল কচুরিপানায় ছেয়ে যায়। যা সেসময় কৃষিখাতে দুর্দশা ডেকে আনে। এতে বড় ধাক্কা লাগে তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে। সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবালের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯২৬ সালের এক কৃষি প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবছর শুধুমাত্র কচুরিপানার কারণে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আমন ধান নষ্ট হয়। সেসময়ে পণ্য আনানেয়া বা বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান রুট ছিল নদী পথ, অথচ কচুরিপানার কারণে অনেক সময়ই জলাশয়ে চলাচলও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আবার কচুরিপানা পচে জলের নীচে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়তো, এর ফলে জলেতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায়। এতে একদিকে জলের নিচের জলজ উদ্ভিদ মরতে শুরু করে, সেইসাথে প্রচুর মাছও মরে যায়। মানুষের জন্য এই জল ব্যবহার করা অনিরাপদ হয়ে উঠেছিল।

জেলেরাও কচুরিপানার জন্য জাল ফেলতে পারতেন না। সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবাল লিখেছেন, এসব কারণে তখনকার গণমাধ্যমে কচুরিপানাকে 'বিউটিফুল ব্লু ডেভিল' এবং 'বেঙ্গল টেরর' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবালের গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, কচুরিপানার লাগামহীন বিস্তারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯১৪ সালে নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন চেম্বার অফ কমার্স ইংরেজ প্রশাসকদের কাছে নালিশ করেছিল। লিখিতপত্রে তাদের বক্তব্য ছিল যে, এ উদ্ভিদের বিস্তার ঠেকানো না গেলে রাজস্বে টান পড়বে। এরপর ইংরেজ প্রশাসকেরা অর্থনীতি বাঁচাতে কচুরিপানা নিধনের উপায় খুঁজে বের করতে গবেষকদের কাজ করার আহ্বান জানান। সে সময় পূর্ব বাংলার কৃষি বিভাগের উপপরিচালক এবং ওয়াটার হায়াসিন্থ কমিটির সেক্রেটারি কেনেথ ম্যাকলিন ঢাকা এগ্রিকালচারাল ফার্মে, কচুরিপানার রাসায়নিক উপাদানের উপর ১৯১৬ সালে একটি গবেষণা করেন। তিনি তাতে দেখতে পান, এতে উচ্চ মাত্রার পটাশ, নাইট্রোজেন এবং ফসফরিক অ্যাসিড রয়েছে। যা উন্নত মানের জৈব সারের প্রধান উপাদান। তখন মি. ম্যাকলিন সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কচুরিপানা বাণিজ্যিকভাবে জৈব সার, পশু খাদ্য বা রাসায়নিক উপাদান তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কচুরিপানার জৈব সার মাটির জন্য উপকারী। এই সার প্রয়োগে বেশি পরিমাণে উন্নত মানের ফসল উৎপাদন সম্ভব। কচুরিপানার এই গুণের কদর সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কারণে বিশ্ববাজারে যখন পটাশের সংকট চলছিল, তখন মেসার্স শ' অ্যান্ড ওয়ালেস অ্যান্ড কো নামের একটি কোম্পানি ১৯১৮ সালে ভারত সরকারকে কচুরিপানা শুকিয়ে কিংবা ছাই আকারে তাদের কাছে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। এজন্য মন প্রতি তারা ৮৪ থেকে ১১২ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী হয়। তবে সেই সারে পটাশের মাত্রা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। পরে ভারত সরকার লম্বা ও পরিণত ভালো মানের কচুরিপানা উত্তোলনের নির্দেশ দেয়, যেখানে পটাশের পরিমাণ ভালো থাকবে। কিন্তু কচুরিপানা বেছে বেছে তোলার পরও এর বিস্তার কোনভাবেই ঠেকানো যাচ্ছিল না।

উনিশ শতকের কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে ৪০০০ বর্গমাইল জলাশয়, বিশেষ করে বদ্বীপ এলাকা কচুরিপানায় ছেয়ে যায়। 'বেঙ্গল হায়াসিন্থ বিল ১৯৩৩' এর তথ্য অনুযায়ী কচুরিপানার কারণে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন অর্থমূল্যে ছয় কোটি টাকারও বেশি। কচুরিপানা এই অঞ্চলে মহাদুর্ভিক্ষের কারণ বলেও মনে করা হয়, যার কারণে ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবালের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কচুরিপানা বিস্তারের কারণে ময়মনসিংহ, খুলনার বিল এলাকা, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জের আড়িয়াল বিলসহ বিভিন্ন এলাকা, বিশেষত নিচু জমিতে, ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না কৃষকেরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে সে সময় সরকারের কাছে অভিযোগ যেত যে চাষের জমিতে কচুরিপানা উঠে আসায় ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কচুরিপানা নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম তার শেষ সওগাত কাব্যগ্রন্থে ২২ লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এরকম -

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা, (এরা) লতা নয়, পরদেশী অসুরছানা।
এদের সবংশে করো করো নাশ, এদের দগ্ধ করে করো ছাই পাঁশ।
(এরা) জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা।
ধ্বংস করো এই কচুরিপানা।

এমন পরিস্থিতি তৎকালীন প্রশাসন দ্বিধায় পড়ে যায় যে, তারা এই উদ্ভিদ নির্মূলে কাজ করবে না এর লাভজনক ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক উপায়ের ওপর জোর দেবে। এ নিয়ে ১৯২১ সালে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিদ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। পরের এক বছরে তারা সাত দফা বৈঠক করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব বাংলায় কচুরিপানা মানুষের জন্য হুমকিতে পরিণত হয়েছে। এজন্য তারা কচুরিপানার ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং এর অর্থনৈতিক ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

কিন্তু কচুরিপানার বিস্তার ঠেকাতে কী করা হবে সে বিষয়ে তারা সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এজন্য তারা প্রাদেশিক সরকারের হাতে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবালের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরার মতো বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপের পেছনে কচুরিপানার পরোক্ষ ভূমিকাকে দায়ী করা হয়েছিল। সেসময় বেঙ্গলের ম্যালেরিয়া রিসার্চ ইউনিটের মাঠ পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা এসএন সুর বলেছিলেন, কচুরিপানা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী অ্যানোফিলিস মশার জন্য অনুকূল আবাস তৈরি করে। এছাড়াও, কচুরিপানা ছড়ানো জলাশয় মল দ্বারা দূষিত থাকে যা কলেরা বিস্তারের জন্য দায়ী। এছাড়া মাছ ধরতে না পারায় মানুষের পুষ্টি হুমকির মুখে পড়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া কচুরিপানার কারণে জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি পশু স্বাস্থ্যও হুমকির মুখে পড়েছিল। পশুরা কচুরিপানা খাওয়ায় কারণে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হতো। যার প্রভাব পড়েছিল চাষাবাদের ওপর।

এমন অবস্থায় কচুরিপানার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিবর্তে এর নির্মূলের ধারণাটি গুরুত্ব পায়। এরপর ১৯৩৬ সালে 'কচুরিপানা বিধি' জারি করে তৎকালীন সরকার। কচুরিপানা বিধি অনুযায়ী, নিজ জমি বা দখলি এলাকায় কচুরিপানা রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কচুরিপানা পরিষ্কার অভিযানে সবার অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জেলা প্রশাসকরা স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে কচুরিপানা দমন কর্মসূচি হাতে নেন। সেসময় দেশপ্রেম ও উৎসাহ নিয়ে সাধারণ মানুষ এই কাজে যোগ দেয়। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কচুরিপানা উৎখাত শুরু হয়।

এদিকে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সবগুলো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাকে কচুরিপানা মুক্ত করার অঙ্গীকার ছিল। নির্বাচনে বিজয়ের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তার সরকার গঠন করেন এবং প্রথমেই 'কচুরিপানা উৎখাত কর্মসূচি' হাতে নেন। এরপর ১৯৩৯ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তিনি 'কচুরিপানা সপ্তাহ' পালন করেন। নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের জন্য কচুরিপানার বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালিয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। কচুরিপানার সমস্যা ১৯৪৭ সালের দিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি। পরের দশকে দেশের অনেক নদীনালা আবার নাব্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ পানি প্রবাহ বেড়ে যায় যা জলাশয় কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে গতি ফিরেয়ে আনে। যে কচুরিপানা একসময় নিধন করতে মানুষ মাঠে নেমেছিল, প্রায় শতবর্ষ পরে এখন তা অর্থকরী ফসলে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এটি সার হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। আজকাল কচুরিপানা থেকে বায়োমাস তৈরি করে ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে বায়োফার্টিলাইজার প্রস্তুত করা হচ্ছে। যেহেতু এই উদ্ভিদে প্রচুর নাইট্রোজেন উপাদান রয়েছে তাই এটি বায়োগ্যাস উৎপাদনেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নিচু এলাকাগুলোয় এই কচুরিপানা স্তূপ করে ভাসমান বেড বানিয়ে সবজি চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গবাদিপশুর খাবারে টাটকা কচুরিপানা যোগ করা হয়। এছাড়া শুকনো কচুরিপানা জ্বালানির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বাংলাপেডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, কচুরিপানা হাওর অঞ্চল এবং সংলগ্ন এলাকাতে ঢেউয়ের আঘাত থেকে ভিটেমাটি রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। কচুরিপানা খুবই সহনশীল একটি উদ্ভিদ। এর পাতা আর মূলের মাঝে ফাঁপা কাণ্ডসদৃশ অংশটি দূষিত পানি থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল, সীসা এবং পারদসহ বিভিন্ন ভারী ধাতুসমূহ শোষণ করে নিতে পারে যা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত। যে কারণে এরা শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত পানিকে জৈব পদ্ধতিতে দূষণ মুক্ত করতে পারে। তবে এই মূহুর্তে কচুরিপানা সবচেয়ে বড় অবদান

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
14:09:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

শুধু আওয়ামী লীগের সাথেই ভারতের সম্পর্ক, বিএনপি নয় কেন?

ঢাকা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ আমন্ত্রণে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার বিকেলেই বাংলাদেশে ফিরে গেছেন। গত শুক্রবার দিল্লিতে পা রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'ফলপ্রসূ' দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এনিয়ে গত ন'বছরে দিল্লি, ঢাকা বা শান্তিনিকেতনে দু'জনের মধ্যে অন্তত ন'বার মুখোমুখি দেখা হল। এছাড়া ভার্চুয়ালি তাঁদের মধ্যে কতবার বৈঠক হয়েছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। লক্ষ্যণীয় হল, এই পুরো সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের যারা প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি (পার্লামেন্টে না হলেও), সেই বিএনপি'র সঙ্গে ভারতীয় নেতৃত্বর প্রকাশ্যে অন্তত কোনও বৈঠকই হয়নি। না বাংলাদেশে, না ভারতে। প্রধানমন্ত্রী মোদী তো দূরের কথা, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা সিনিয়র ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাও যখন বাংলাদেশ সফর করেছেন, তাঁরাও কেউ বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া বা ওই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেননি। অথচ এই সময়ের মধ্যে শুধু দু'দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যেই নয়, সরকারি বা দলীয় পর্যায়েও বিজেপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে বহুবার পাল্টাপাল্টি সফর, মতবিনিময় ইত্যাদি হয়েছে। কখনো ট্র্যাক ওয়ান, কখনো বা ট্র্যাক টু পর্যায়ে।

চীনের পাল্টা এশিয়া ইউরোপের নতুন করিডরের অর্থায়ন করবে কারা?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ দিল্লিতে সদ্যসমাপ্ত জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের এক ফাঁকেই ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মেগা অর্থনৈতিক করিডরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যা বিশ্বের ভূ রাজনীতি ও অর্থনীতির দুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরাসরিভাবে এই করিডরের অংশ নয়, তার পরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই প্রকল্পটি ঘোষণার সময় এটিকে 'আ বিগ ডিল' (একটা বিশাল ব্যাপার) বলে বর্ণনা করেছেন।

পরে প্রকল্পটির বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকেও।

আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই করিডর পুরো বিশ্বের কানেক্টিভিটি ও 'টেঁকসই উন্নয়নে'র ক্ষেত্রে একটি নতুন দিশা দেখাবে।

দিল্লিতে এই প্রকল্পটির রূপরেখা ঘোষণার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিসহ আরও বহু বিশ্বনেতা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা সবাই প্রায় একবাক্যে বলেছেন, চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' ইনিশিয়েটিভের একটি পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবেই এই করিডরটির পরিকল্পনা করা হয়েছে, আর সে কারণেই আমেরিকা এটি নিয়ে এতটা উৎসাহ দেখাচ্ছে।

'ইন্ডিয়া - মিডল ইস্ট - ইউরোপ ইকোনমিক করিডর' বা আইএমইসি নামে পরিচিত এই করিডরটি ভারতের পশ্চিম উপকূল (আরব সাগর) থেকে শুরু হয়ে প্রথমে সমুদ্রপথে আমিরাতের উপকূলে গিয়ে ভিড়বে।

দুবাইয়ের জেবেল আলি বন্দর থেকে করিডরটি এরপর রেলপথে আমিরাত, সৌদি আরব, জর্ডন হয়ে ইসরায়েলের হাইফা বন্দর পর্যন্ত যাবে।

তৃতীয় বা শেষ ধাপে এই করিডরটি হাইফা থেকে ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে গ্রীস, ইতালি বা ফ্রান্সের বন্দরগুলোতে গিয়ে ভিড়বে - অর্থাৎ পুরো করিডরটি দক্ষিণ এশিয়া থেকে সরাসরি পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত একটি নতুন বাণিজ্যিক রুট খুলে দেবে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এই করিডরে সৌদি আরব থেকে (জর্ডন হয়ে) ইসরায়েলের মধ্যে রেল সংযোগের কথাও বলা হয়েছে, যদিও দুটি দেশের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

অথচ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পকে 'যুগান্তকারী' বলে ঘোষণা করেছেন। আর সৌদি ক্রাউন প্রিন্স এমবিএস তো নিজেই করিডরটির ঘোষণার সময় দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন।

ফলে 'আইএমইসি' আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার আগে পর্দার আড়ালে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে এই করিডরটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কে বা কারা অর্থায়ন করবে, সেই বিষয়ে এখনও খুব একটা স্পষ্টতা নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

কূটনৈতিক জটিলতা বা অর্থনৈতিক বাধাগুলো কীভাবে দূর করা হবে তা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার না হলেও এই অর্থনৈতিক করিডরটির ভাবনা, এবং স্ট্র্যাটেজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণেই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এটি এতটা আলোড়ন ফেলতে পেরেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

করিডরে কারা টাকা ঢালবে?

আইএমইসিকে মূলত একটি 'রেল ও শিপিং করিডর' হিসেবে দেখা হলেও এই রুট বরাবর ইলেকট্রিসিটি কেবল, একটি হাইড্রোজেন পাইপলাইন ও হাইস্পিড ডেটা কেবলও বসানো হবে।

অন্তত এই করিডর নিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনের প্রস্তুত করা একটি ডকুমেন্ট সেরকমই জানাচ্ছে।

পুরো করিডরটি জুড়ে ব্যাপক অবকাঠামো নির্মাণের কথা জানানো হলেও কোন দেশ, জোট কিংবা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পে অর্থলগ্নি করবে কি না, সেটা এখনও কিছু স্পষ্ট করা হয়নি।

দিল্লিতে অর্থনীতিবিদ ও কানেক্টিভিটি বিশেষজ্ঞ প্রবীর দে অবশ্য মনে করেন, যেহেতু এই করিডরে অনেকটা অংশে 'এক্সিসটিং অ্যাসেট' বা বিদ্যমান স্থাপনাকেই ব্যবহার করা হবে তাই একেবারে নতুন আকারে তৈরি করা বাণিজ্যিক করিডরের চেয়ে এটাতে তুলনামূলকভাবে কম খরচ হবে।

যেমন ধরুন ভারতে যদি মুম্বাই বা গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরকে ব্যবহার করা হয় - এবং দুবাইতে জেবেল আলি বন্দরকে এই করিডরে কাজে লাগানো হয় তাহলে সেখানে কিন্তু বড় বড় শিপিংলাইন ভিড়বার মতো অবকাঠামো আগে থেকেই আছে, বলছিলেন তিনি।

করিডরের যে অংশটা প্রায় নতুন করে করতে হবে সেটা হল আমিরাত -সৌদি জর্ডান -ইজরায়েলের মধ্যে রেল সংযোগের কাজ।

হাইফা বন্দর থেকে ইউরোপ পর্যন্ত অংশটা আবার সমুদ্রপথে (ভূমধ্যসাগর) যাবে, সেখানেও বেশির ভাগ অবকাঠামো আগে থেকেই তৈরি আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অংশে রেল সংযোগের কাজগুলোর বরাত বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানি পেতে পারে, এই ধারণার ভিত্তিতে ভারতে রেল নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার সোমবার থেকেই চড়চড় করে বাড়তে শুরু করেছে।

ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজের ফেলো তারা কার্থা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, গত বছর 'আইটুইউটু' (ভারত, ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও আমিরাতের ব্লক) জোটের যৌথ বিবৃতিতেও এই ধরনের করিডরের একটি আভাস ছিল - আর সেখানে বেসরকারি লগ্নি টানার কথাও বলা হয়েছিল।

প্রবীর দে'ও বলছিলেন, ভারতের মুন্দ্রা পোর্টটি আদানি শিল্পগোষ্ঠীর মালিকানাধীন। তারা যে এই করিডর নিয়ে উৎসাহ দেখাবে তা বলাই বাহুল্য।

এই করিডরে প্রথমে ইসরায়েলের তেল আভিভ বন্দরের কথা বলা হলেও পরে হাইফা বন্দরকে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, যেখানে আদানির বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ও ভাল নিয়ন্ত্রণ আছে।

ফলে পুরো করিডরটির রূপরেখা তৈরিতে অনেকেই আদানি গোষ্ঠীরও 'ফুটপ্রিন্ট' দেখতে পাচ্ছেন।

এছাড়া এই রেল শিপিং করিডর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সাতটি দেশের জোট জি সেভেনের 'পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্টে'র'ও (পিজিআইআই) অংশ - ফলে সামগ্রিকভাবে এর পেছনে জি সেভেনের সমর্থন থাকবে বলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোডের পাল্টা জবাব হিসেবেই জি সেভেন পিজিআইআই তৈরি করেছিল বলে মনে করা হয়।

এই অর্থনৈতিক করিডরের 'জিগস পাজলে' সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা ছিল সৌদি আরব আর ইসরায়েলকে একই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা।

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে সম্প্রতি কিছুটা উষ্ণতার আভাস দেখা গেলেও এখনও রিয়াদ ও তেল আভিভের মধ্যে কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, ফলে একটা আন্তর্জাতিক প্রকল্পে দুই দেশ এক সঙ্গে কাজ করতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় ছিলই।

তবে এমবিএস ও নেতানিয়াহু, দুজনেই এরই মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই করিডর নির্মাণের ব্যাপারে তাদের দুই দেশই খুবই আগ্রহী।

আমেরিকায় বাইডেন প্রশাসন অবশ্যই এতে মধ্যস্থতার কাজ করেছে, পাশাপাশি ভারতকেও এখানে কাজে লাগানো হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা জানাচ্ছেন।

দিল্লিতে পররাষ্ট্রনীতির বিশেষজ্ঞ শুভ্রকমল দত্ত বিবিসিকে বলছিলেন, সারা দুনিয়ায় হাতেগোনা যে কয়েকটি দেশের সঙ্গে সৌদি আরব ও ইসরায়েল - উভয়েরই দারুণ সম্পর্ক, ভারত হল তার একটি।

তিনি আরও জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এমবিএস ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু - দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্কও অসাধারণ। ফলে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে তিনি ব্যক্তিগতভাবেও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন, দুজনের সঙ্গেই কথা বলেছেন।

ভারতের জন্য এই প্রকল্পর গুরুত্ব বিরাট - কারণ এর মাধ্যমে তাদের জন্য ইউরোপের একটি নতুন প্রবেশপথ খুলে যাবে, কেবলমাত্র সুয়েজ ক্যানালের ভরসায় থাকতে হবে না। তা ছাড়া আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব রুখবার জন্যও ভারত ও আমেরিকা এই প্রকল্পটিকে কাজে লাগাতে চাইছে।

তবে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে সৌদি আরব এবং ইরান আগে থেকেই সংযুক্ত।

শুভ্রকমল দত্ত বলছিলেন, লক্ষ্য করতে হবে এই প্রথম কোনও সৌদি নেতা ভারতে এলেন, যখন তিনি একই যাত্রায় পাকিস্তানে গেলেন না। ফলে এমবিএসের এই ভারত সফর পাকিস্তানের জন্য তো বটেই - এবং সেই সঙ্গে চীনের জন্যও - একটা বড় ধাক্কা।

পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে চীনের অর্থায়নে যে 'চীন পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর' (সিপিইসি) নির্মিত হচ্ছে, তা তাদের বেল্ট অ্যান্ড রোডের একটা মূল অংশ - যার মধ্যে দিয়ে চীন মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করছে।

আইএমইসি যে সেটারই জবাব দেওয়ার চেষ্টা - এবং আরও অনেক বৃহৎ পরিসরে - তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই।

তারা কার্থাও বলছিলেন, সৌদি আরব ও ইরানকে এ বছর একই টেবিলে বসিয়ে ও করমর্দন করিয়ে চীন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চমকটা দিয়েছে।

এখন সৌদি ও ইসরায়েলকে একই প্রকল্পের ছাতার তলায় এনে আমেরিকা, ইউরোপ ও তাদের সহযোগী ভারত আরও বড় চমক দিতে চাইছে বলেই তাঁর ধারণা।

সুনামির মতো বন্যায় লিবিয়ায় অন্তত ২৩০০ মানুষের মৃত্যু, নিখোঁজ ১০ হাজার

ডেরনা (এজেন্সী) ঃ লিবিয়ায় সুনামির মতো বন্যায় সাগরে ভেসে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করতে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলগুলোকে। বন্যায় দেশটির সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ডেরনা শহরের অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অন্তত ২৩০০ মানুষ মারা গেছে এই বন্যায়। শহরের দুটি বাঁধ ও চারটি সেতু ধ্বসে গেছে এবং এর ফলে রোববার ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলে ভেসে গেছে শহরের বড় একটি অংশ। রেড ক্রিসেন্ট বলছে প্রায় ১০ হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ আছে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও আরও বাড়তে পারে।

কিছু উদ্ধার তৎপরতা সেখানে শুরু হয়েছে, যাতে এগিয়ে এসেছে মিশরও। তবে লিবিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এ তৎপরতা কিছু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশটি এখন দুটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে বিভক্ত হয়ে আছে।

যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইরান, ইটালি, কাতার এবং আপার ড্যামই হয়তো প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে দ্বিতীয় বাঁধ আর জলের তোড় সামলাতে পারেনি, যা ডেরনা শহর সংলগ্ন এলাকা।

প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে এটা ভারী বৃষ্টিপাত। কিন্তু পরে মধ্যরাতের দিকে বড় ধরণের বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই এবং এই বিস্ফোরণ ছিলো বাঁধ এলাকায়, রাজা সাশি নামে একজন বলছিলেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে। তিনি তার স্ত্রী এবং শিশু কন্যাসহ প্রাণে বেঁচেছেন।

তিউনিসিয়া ভিত্তিক লিবিয়ার সাংবাদিক নৌরা এলজেরবি বিবিসিকে বলেছেন, ডেরনায় তার ৩৫ জন স্বজনের সবাই বেঁচে আছেন।

ঘর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু আমার পরিবারের সবাই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাবার আগেই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তারা এখন নিরাপদ, বলছিলেন তিনি।

উদ্ধারকর্মী কাসিম আল কাতানি বলছিলেন,

তুরস্কসহ কিছু দেশ জানিয়েছে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে তারাও প্রস্তুত আছে।

এর মধ্যে মাত্র আগেরদিন মরক্কোর মধ্যাঞ্চলে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে দুই হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে মরক্কোর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন।

লিবিয়ায় রোববার অন্ধকারের মধ্যেই করা ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে শহরের রাস্তায় বন্যার জলেতে ভেসে যাচ্ছে বহু গাড়ী।

অনেক মানুষের সাগরের জলেতে ভেসে যাওয়ার কষ্টকর ঘটনার পাশাপাশি অনেকে আবার নিজেকে রক্ষার জন্য অবস্থান নিয়েছেন নিজ নিজ বাসা বাড়ির ছাদে।

লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত সরকারের হয়ে বলছিলেন হিশাম চোকিওয়াত, যা দেখেছি তাতে আমি হতবাক। এটা ছিলো সুনামির মতো। বিবিসিকে তিনি জানিয়েছেন, ডেরনা শহরের দক্ষিণে একটি বাঁধ ধ্বসে যাওয়ায় শহরের বড় অংশ সাগরের পানিতে তলিয়ে গেছে। একটি বড় এলাকায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর সংখ্যা প্রতি ঘণ্টায় বাড়ছে। আলি দেবিয়াহ নামে একজন বলছিলেন, মৃতদেহ উদ্ধারেও হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের। তবে নৌবাহিনী ও ডুবুরীরা সাগর থেকে মৃতদেহগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছে। বায়দা শহরের সাহায্যকর্মী কাসিম আল কাতানি বিবিসিকে বলেছেন, শহরের প্রধান সড়কগুলো ব্যাপক ক্ষতির শিকার হওয়ায় উদ্ধারকারীদের ডেরনা শহরে পৌঁছানোটাই কঠিন ছিলো। তবে, কেন বন্যায় এমন ভয়াবহ বিপর্যয় হলো তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেছেন, প্রায় আড়াই বিলিয়ন লিবিয়ান দিনার (৫১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ডেরনা এবং পূর্বাঞ্চলীয় শহর বেনগাজীতে বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য দেয়া হবে। সৌশা, আল মারজ এবং মিসরাতা শহরও রোববারের ঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জল প্রকৌশল বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন শহরের ১২ কিলোমিটার দুরে ডেরনা শহরে এখন বিশুদ্ধ জল নেই এবং ঔষধ সরবরাহেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

তিনি জানান যে ডেরনার একমাত্র হাসপাতালটি এখন আর রোগী নিতে পারছে না।

সাতশরও বেশি মৃতদেহ পড়ে আছে হাসপাতালটিতে। তেল সমৃদ্ধ দেশ লিবিয়া ২০১১ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফীর মৃত্যুর পর থেকেই রাজনৈতিক সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এর একটি সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত, যা রাজধানী ত্রিপোলি ভিত্তিক। আরেকটি সরকার পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে। লিবিয়ার সাংবাদিক আব্দুলকাদের আসাদ বলেছেন এ বিভ্রান্তির কারণেও উদ্ধার তৎপরতায় সমস্যা হচ্ছে।

অনেকেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কিন্তু সাহায্য আসছে না, বিবিসিকে বলছিলেন তিনি। কোন উদ্ধারকারী দল নেই। লিবিয়াতে এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধার কর্মীও নেই। সবকিছুই বার বছরের যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে।

তবে এই বিভাজন সত্ত্বেও ত্রিপোলি ভিত্তিক সরকার একটি বিমানে ১৪ টন ঔষধ, মৃতদেহ বহনের জন্য ব্যাগ ও ৮০ জনেরও বেশি চিকিৎসক ও প্যারামেডিক পাঠিয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানিয়েছে তারা পাঁচ হাজার পরিবারের জন্য খাবার পাঠিয়েছে।

ডেরনা শহরটি বেনগাজীর আড়াইশ কিলোমিটার পূর্বদিকে।

গাদ্দাফীর পতনের পর এই শহরটি ছিলো ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের একটি ঘাঁটি।

পরে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা এলএনএ তাদের বিতাড়ণ করে। এই এলএনএ পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ জেনারেল খালিফা হাফতারের প্রতি অনুগত।

প্রভাবশালী এই জেনারেল বলেছেন বন্যার কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি তারা নিরূপণ করছেন। লিবিয়ার আল ওয়াসাত নিউজ ওয়েবসাইট বলছেন বহু বছর ধরে ডেরনা শহরের রাস্তাঘাটর পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার না হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা এতো বেশি হয়েছে।

'ডেঙ্গু মশা' কামড়ালে কি ফুলে যায়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক মাসগুলোয় ডেঙ্গু পরিস্থিতি প্রকট আকার ধারণ করায় ডেঙ্গু জ্বর এবং এর জীবাণু বহনকারী এডিস মশার তথ্য চানতে জনমনে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অনেকে নানা প্রশ্ন লিখে গুগলে সার্চ করছেন।

১. 'ডেঙ্গু মশা' কামড়ালে কি ফুলে যায়?

যদিও ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশার নাম এডিস এজিপ্টি, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মশা 'ডেঙ্গু মশা' নামেও পরিচিত। ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী এডিস মশা কামড়ালে, ওই স্থানটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছুটা ফুলে যায় এবং চুলকায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে মশা কামড়ানো সত্ত্বেও ফুলে যাওয়া বা চুলকানি কোনটি নাও হতে পারে। তবে মশা রক্ত খাওয়ার জন্য যখন হুল ফোটায় তখন বেশিরভাগ মানুষ তা টের পান না। এর কারণ মশা হুল ফোটানোর আগে কিছুটা ব্যথানাশক ঘন তরল মানুষের ত্বকের ভেতর ছড়িয়ে দেয়। এতে কিছুক্ষণের জন্য ত্বকের ওই অংশটি অবশ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অবশ ভাব চলে গেলে ত্বকের ওই জায়গা একটু চুলকায় এবং ফুলে যায়।

কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার জানিয়েছেন, এডিস মশা কামড়ালে ক্ষতস্থানটি একটি মোটর দানার সমান বা তার চেয়ে কিছুটা অল্প জায়গা জুড়ে ফুলে যেতে পারে। তাই মশার কামড় থেকে বাঁচতে হাত ও পা ঢেকে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া দিনে রাতে মশারি ব্যবহার, দরজা জানালায় মশারোধী নেট ব্যবহার, সেইসাথে মশা নিরোধক ক্রিম, স্প্রে, প্যাচ ব্যান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। মশা তাড়াতে অ্যারোসল, কয়েল, ধুপ, ম্যাট, ব্যাটও ব্যবহার হয়ে থাকে।

একসময় বলা হতো ডেঙ্গু মশা শুধুমাত্র দিনের বেলা কামড়ায়। কিন্তু এডিস মশা সম্প্রতি তাদের চরিত্র বদলেছে। এখন দিনে রাতে সব বেলাতেই কামড়াতে পারে এডিস এজিপ্টি, বিশেষ করে রাতে যদি ঘর আলোকিত থাকে।

২. 'ডেঙ্গু মশা' দেখতে কেমন?

অনেকেই জানতে চান, 'ডেঙ্গু মশা' দেখতে কেমন?

কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশার বলেছেন, ডেঙ্গুর জীবাণু বহনকারী এডিস মশা খালি চোখে দেখেও শনাক্ত করা সম্ভব। তিনি জানান, মশাটি মাঝারি আকারের হয়ে থাকে এবং এর গায়েপায়ে সাদা কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে।

তবে আর্মিগিয়ার নামে একটি মশার পেটেও একই ধরণের ডোরাকাটা দাগ রয়েছে। তবে, এ মশাটি আকারে একটু বড় হয়। অনেকে এই মশাটিকে এডিস অ্যাজিপ্টি বলে ভুল করে। আপনাকে যে মশা কামড়েছে সেটি এডিস কিনা নিশ্চিত হতে মশাটির পায়ের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। শুধুমাত্র এডিস মশার পায়েই ডোরাকাটা দাগ থাকে। এছাড়া পুরুষ মশার অ্যান্টেনা বা শুঙ্গটি কিছুটা রোমশ হয়ে থাকে। স্ত্রী মশার এমনটা থাকে না।

৩. মশা কামড়ালেই কি ডেঙ্গু হবে?

এডিস মশা কামড়ালেই যে মানুষের ডেঙ্গু জ্বর হবে, বিষয়টি তেমন নয় বলে জানিয়েছেন ড. কবিরুল বাশার। তবে যে এডিস মশাটি ডেঙ্গু রোগের ভাইরাস বহন করছে, সেটি কামড়ালে ডেঙ্গু হতে পারে। আবার কোন সুস্থ এডিস মশা যদি ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে রক্ত পান করে তাহলে মশাটির মধ্যে ডেঙ্গুর ভাইরাস সংক্রমিত হবে। এরপর ওই ভাইরাসবাহী মশা সংক্রমিত থাকা অবস্থায় যদি আবার সুস্থ কোন মানুষের শরীরে কামড়ায় তাহলে ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। যেকোন মশার মতই এডিসও সাধারণত একাধিক ব্যক্তিকে কামড়ায়।

তাই ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির শরীর থেকে এডিস মশার মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার পর ঐ মশার কামড়ে ডেঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৪. মশা কামড়ানোর পর কী করলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে?

মশা কামড়ালে সেটি রক্তের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তেমন কিছু করার থাকে না বলে জানিয়েছেন কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার। তবে মশা কামড়ানোর পর ভাইরাসটি যদি শুধুমাত্র চামড়ার ওপরে লেগে থাকে তাহলে ওই স্থানটি ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ধুলে ভাইরাস মরে যাবে। তবে একবার রক্তের সাথে ভাইরাস মিশে গেলে কোন কিছুই কাজ করবে না।

৫. ডেঙ্গু মশা কোথায় থাকে, কোথায় ডিম পাড়ে?

এডিস মশা সাধারণত শুকনো ছায়াযুক্ত নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম নেয়। এই মশাটি যেকোনো জমে থাকা জলেতে ডিম পাড়ে। সাধারণত পাত্রের কিনারার দিকে ডিম পেড়ে থাকে। এই ডিম ফুটে লার্ভা হয়, লার্ভা থেকে পিউপা হয়, পিউপা থেকে হয় পূর্ণাঙ্গ মশা বলেন কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশার। জমে থাকা জল পরিষ্কার বা নোংরা কিনা সেটা বিষয় নয়। জলটি টানা কয়েকদিন স্থির থাকলে সেখানে ডিম ছাড়তে পারে এডিস মশা। এক সময় বলা হতো এডিস মশা পরিষ্কার জলেতে বংশ বিস্তার করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় সেই বৈশিষ্ট্যেও